পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 214 Sunday, 5 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২১৪ সংখ্যা ✱ ২০ আষাঢ় ১৪৩৩, রবিবার, ৫ জুলাই, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বিত উদ্ধারকাজের ভূয়সী প্রশংসা

‘তারাতলার মতো বিপর্যয় আর নয়’ নির্মাণে বিশেষ অডিটের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ তারাতলার গোডাউন ধসের মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর কখনও না ঘটে, সেই বার্তাই স্পষ্ট ভাষায় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনের সব স্তরকে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তিনি জানান, ভবিষ্যতে যেকোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগই হবে সবচেয়ে বড় শক্তি। একই সঙ্গে উদ্ধারকাজে অংশ নেওয়া সেনাবাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), পুলিশ, দমকল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। শনিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তারাতলা বিপর্যয়ের উদ্ধার অভিযানে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল-সহ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তা। উদ্ধারকারীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রত্যেককে স্যালুট। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আপনারা অসাধারণ সমন্বয় রেখে কাজ করেছেন। সেই প্রচেষ্টার ফলেই ১৭ জন মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, পুলিশ, দমকল-সকলের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। আগামী দিনেও এই সমন্বয়ের মনোভাব বজায়

রেখে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। মানুষের জীবন সুরক্ষিত রাখা আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, কোনও প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় প্রশাসনিক সমন্বয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা একযোগে কাজ করলে উদ্ধারকাজ যেমন দ্রুত সম্পন্ন হয়, তেমনি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়। তারাতলার ঘটনায় সেই সমন্বয়েরই সফল দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু সরকারি সংস্থা নয়, বিপর্যয়ের প্রথম মুহূর্তে এগিয়ে আসা স্থানীয় বাসিন্দাদের ভূমিকাকেও বিশেষভাবে তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তারাতলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে এলাকার যুবকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সরকারি উদ্ধারকারী দল পৌঁছানোর আগেই তাঁরাই নিজেদের জীবন বাজি রেখে ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছিলেন। এই মানবিক উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সুযোগ পেলে আমি নিজে তারাতলায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তারাতলা বিপর্যয়ের পর প্রশাসনিক গাফিলতি, নির্মাণে অনিয়ম এবং নিরাপত্তা বিধি মানা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের জেরে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নামও আলোচনায় এসেছে। তাঁর প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন প্রকৌশলীও তদন্তের আওতায় রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধু একটি ঘটনার তদন্তেই সীমাবদ্ধ না থেকে রাজ্যজুড়ে নির্মাণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তারাতলার ঘটনার পর নির্মাণ সংক্রান্ত বিশেষ অডিট শুরু হয়েছে। কোথায় কী ধরনের ত্রুটি রয়েছে, কোথায় নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, কোনও ধরনের অবহেলা বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বরদাস্ত করা হবে না। নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে মানতে হবে এবং নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বা গুদাম চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে মানবজীবনের গুরুত্বও। তিনি বলেন, উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রতিটি নির্মাণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সমান জরুরি। মানুষের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের আপস করা যাবে না। প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগকে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। তারাতলা বিপর্যয় রাজ্যের কাছে এক কঠিন শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও মনে করেন প্রশাসনিক মহল। এই ঘটনার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ, গুদাম এবং শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত অডিট,

একপর ৬-র পাতায়

জ্বালানি নিরাপত্তা,কৌশল প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে যখন জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তখন ভারতের জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কীভাবে এই বিপর্যয় সামাল দিয়েছিল-সেই কৌশল প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, কূটনৈতিক বিস্তার, সরবরাহ উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের সমন্বিত প্রয়াসেই ভারত বড় ধরনের জ্বালানি সংকট থেকে রক্ষা পেয়েছে। শনিবার রাজস্থানের বালোত্রা জেলায় একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি জানান, হরমুজ প্রণালী ঘিরে উত্তেজনার সময় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হয়, যার প্রভাব ভারতের উপরও পড়েছিল। সেই সময় সরকার দ্রুত কৌশল বদল করে জ্বালানি আমদানির উস বহুমুখী করে তোলে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংকটের আগে ভারত সাধারণত ২৫ থেকে ২৬টি দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করত। কিন্তু পরিস্থিতি বদলানোর পর এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০টিরও

একপর ৬-র পাতায়

হার স্বীকার মমতার! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, এই ফলাফল তিনি মানেন না। তিনি হারেননি। এই যুক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে রাজভবনেও যাননি তিনি। তারপর পেরিয়েছে ২ মাস। এই সামান্য সময়েই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। দলের এই ভাঙনের মরশুমে অবশেষে হার স্বীকার করে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ফেসবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। পাশাপাশি মানুষের কাজ করলে পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন। ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর গড়ে তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বাম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে তাঁর হাতেই। তারপর দীর্ঘ ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত তিনি ভাবতেও পারেননি বাংলার মানুষ তাঁর দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারেন। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তবের যে বিস্তর ফারাক। ছাব্বিশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ফলপ্রকাশের ৪৮ ঘণ্টা পর সাংবাদিক বৈঠক করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি হারেননি। কারচুপি করা হয়েছে। তাই এই ফল তিনি মানেন না। সেই কারণেই রাজভবনে গিয়ে ইস্তফা দেবেন না তিনি। স্বাভাবিকভাবেই শুভেন্দু অধিকারীকেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করেননি তিনি। তবে আজ, শনিবার অবশেষে হার স্বীকার করে নিলেন তিনি। নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন মমতা। পাশাপাশি মনে করিয়ে দিলেন পুরনো দিনের কথাও। ঠিক কী বলেছেন মমতা? তাঁর কথায়, নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনিও তৃণমূল করেছেন বহু বছর। আগে কংগ্রেসও করেছেন। তবে আপনিও হেরেছেন। আপনার জন্য আমি প্রচারে গিয়েছিলাম। ওটা যদিও আমার দায়িত্ব ছিল। আপনি তৃণমূল সরকারের একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, ৬ জেলার দায়িত্বে ছিলেন। হলদিয়া ও দিঘা উন্নয়ন পর্ষদ আপনাদের হাতেই ছিল। এরপরই বিদ্রোহী তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে যোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা আপনার সঙ্গে গেল তাঁরা সাধু হলে গেল। যারা গেল না, তাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই, আরও কতকিছু। মনে রাখবেন, সব ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

রাজ্য সভাপতির পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসে ফের রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে। দলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুধু রাজ্য সভাপতির পদই নয়, দলীয় সমস্ত সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকেও সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। মাত্র এক মাস আগে, ৩ জুন কালীঘাটে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই দায়িত্ব গ্রহণের অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পদত্যাগ রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

দলীয় সূত্রে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা ছড়ালেও, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর পদত্যাগের মূল কারণ ছিল তাঁর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে তাঁর মনে হওয়া। কী ঘটেছিল? চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, শুক্রবার তিনি নিয়মমাফিক তৃণমূল ভবনে উপস্থিত ছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূল ভবনকে ঘিরে দলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে টানাপোড়েনের খবর সামনে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই ঘটনাটি ঘটে। তিনি জানান, কয়েকজন বিধায়ক ওই দিন তৃণমূল ভবনে প্রবেশ করেছিলেন। তবে তিনি যে কক্ষে বসতেন, সেখানে কেউ প্রবেশ করেননি। পরে বিভিন্ন মাধ্যমে এমন খবর প্রকাশিত হয় যে তিনি নাকি তড়িঘড়ি করে ভবন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই দাবি তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। চন্দ্রিমার কথায়, তিনি প্রতিদিনের মতো নির্ধারিত সময়েই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনের পরই সিদ্ধান্ত, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ফোনালাপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেন ওদের হাতে ভবন তুলে দিলে?’এই প্রশ্ন তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করে বলে জানান চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, ‘আমি দিদিকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে এই কথা বলতে পারলেন?

একপর ৬-র পাতায়

এবার বদ্রীনাথেও প্রণামীর টাকা চুরির অভিযোগ!

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রণামীর টাকা চুরির অভিযোগ ঘিরে যখন দেশজুড়ে তীব্র চর্চা চলছে, ঠিক সেই সময় সামনে এল আরও একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এবার হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান বদ্রীনাথ মন্দিরে অনুদানের অর্থ চুরির অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, গত শুক্রবার ভৈরব সেনা নামে একটি হিন্দু সংগঠন মঃিদর কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোহন সিং রাঙ্গার-এর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেয়। ওই অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী-র ব্যক্তিগত সচিব বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রণামীর টাকা আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।

২২ বছর পর কি ফের উপপ্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে দেশ?

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ তৃতীয় মোদি সরকারের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির অতীতের রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী, সরকার গঠনের প্রায় দুই বছর পর মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। সেই প্রেক্ষাপটেই এবার শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নয়, বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোতেও বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর এই জল্পনার মধ্যেই নতুন করে সামনে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-দীর্ঘ ২২ বছর পর কি ভারত আবার একজন উপপ্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে? বিজেপি সূত্রের দাবি, এবার মন্ত্রিসভার রদবদল এবং দলের সাংগঠনিক পুনর্গঠন একসঙ্গেই হতে পারে। নতুন বিজেপি সভাপতি নীতীন নবীনের দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক মাস কেটে গেলেও এখনও তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক টিম গঠন হয়নি। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং দলের সংগঠনে একযোগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। জানা যাচ্ছে, এই রদবদলে কয়েকজন বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। আবার বিজেপির সাংগঠনিক স্তর থেকে কয়েকজন নেতাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন দায়িত্বে থাকা কয়েকজন প্রবীণ নেতাকে অব্যাহতি দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সূত্রের খবর, অন্তত সাত থেকে আটজন সাংসদ নতুন করে কেঃদ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন। তবে এসব জল্পনার মাঝেও সবচেয়ে বেশি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে উপপ্রধানমন্ত্রী পদ। যদিও এই পদ ভারতের সংবিধানে বাধ্যতামূলক বা সাংবিধানিক নয়, তবুও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, জোটসঙ্গীদের গুরুত্ব দেওয়া কিংবা সরকারের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতাকে সম্মান জানাতে অতীতে একাধিকবার এই পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সাতজন নেতা উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ এই পদে ছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী, যিনি ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

একপর ৬-র পাতায়

নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে ইন্ডিয়া জোটের চিঠি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ইন্ডিয়া জোটের তরফে ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, যেখানে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থার বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে। চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই জাতীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র তরজা। বিজেপি এই উদ্যোগকে গণতন্ত্র বিরোধী ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা বলে আখ্যা দিয়েছে। সূত্রের খবর, গত ৬ জুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং তথাকথিত ভ্রান্ত SIR সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় পাতার একটি চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনা হয়, যেখানে ২৩টি বিরোধী দল এবং একজন নির্দল সাংসদ সই করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইন্ডিয়া জোটের বাইরে থাকা সত্ত্বেও আপ এবং ডিএমকে এই চিঠিতে সই

করেছে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ক্রমশ প্রশ্নের মুখে পড়ছে। বিরোধী জোটের দাবি, একাধিক ক্ষেত্রে ভোটের ফলাফল জনগণের প্রকৃত রায়কে প্রতিফলিত করছে না বলে তাদের সন্দেহ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন, বিশেষ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়েও গুরুতর পক্ষপাতের অভিযোগ তোলা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচারব্যবস্থা শেষ ভরসাস্থল। যদি নির্বাচন কমিশন বা অন্য কোনও সংস্থা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষায় বিচার বিভাগের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। সেই কারণেই অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। চিঠির একটি অংশে বিরোধী জোট স্পষ্টভাবে লিখেছে, আমরা বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছি না। কিন্তু যখন সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়, তখন আমাদের শেষ ভরসা আদালত। যদি সেটাও কার্যকর না হয়, তাহলে আমরা কোথায় যাব? এই বক্তব্যকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। চিঠি প্রকাশ্যে আসার পরই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতীয় জনতা

একপর ৬-র পাতায়

বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী নিম্নচাপ, দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ বঙ্গোপসাগরে মরশুমের প্রথম নিম্নচাপ তৈরি হতেই দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় বড়সড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাতভর বৃষ্টিতে ভিজেছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। শনিবার সকাল থেকেও কলকাতাসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘন কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে আকাশ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপটি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর জেরে আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুসহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে একাধিক জেলায় লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বাংলা-ওডিশা উপকূলের দিকে এগোচ্ছে নিম্নচাপ-আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি শনিবার দুপুরের পর বাংলা-ওডিশা উপকূলের দিকে আরও অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহবিদদের মতে, সমুদ্রের অনুকূল পরিবেশে এটি আরও শক্তিশালী হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

নিম্নচাপের প্রভাবে আকাশে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে আগামী কয়েক দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

কলকাতায় দিনভর ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস-রাতভর বৃষ্টির পর শনিবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যেই হালকা বৃষ্টি হলেও দুপুরের পর থেকে বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটাই বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে

আবহাওয়া দপ্তর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় বজ্রবিদ্যুসহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সন্ধ্যার পর বৃষ্টির দাপট আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে শহরের নিচু এলাকাগুলিতে জল জমার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তর কলকাতার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। নাগরিকদের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৩ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৬ ডিগ্রি বেশি। তবে দিনভর বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় লাল সতর্কতা-শনিবার দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। এই জেলাগুলিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রবল বর্ষণ হতে পারে। কোথাও কোথাও ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, টানা ভারী বৃষ্টির ফলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং নিচু এলাকায় জল জমার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনকে আগাম সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। রবিবার আরও খারাপ হতে পারে পরিস্থিতি-আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে।

চন্দ্রিমা বিদায়ে দলের রাজ্য সভানেত্রী মমতা নিজেই!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের কালীঘাট সংগঠনে বদলের পর বদল! দু'মাস কাটতে না কাটতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেছে দেওয়া রাজ্য সভানেত্রীর পদ থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ইস্তফায় নতুন করে চ্যালেঞ্জ তৈরি হল। আর সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে একেবারে নিজেকে সামনে নিয়ে এলেন তৃণমূলনেত্রী। শনিবার ফেসবুক লাইভ করে মমতা ঘোষণা করেন, চন্দ্রিমার বিদায়ের পর তিনিই রাজ্য সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সংগঠন চালানোর সুবিধায় দুই সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করলেন তিনি। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ও বেলেঘাটার কুণাল ঘোষ হ

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। মা কালীর কাছে দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি চেয়ে প্রার্থনা করেন তিনি। শনিবার কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছে যান লোকসভার অধ্যক্ষ। চিরাচরিত ধর্মীয় মর্যাদায় মা কালীর পুজো দেন তিনি। আরতিও করেন লোকসভার অধ্যক্ষ।শনিবার দুপুরে কালীঘাট মন্দিরে যান তিনি। ওম বিড়লার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কয়েক জন নেতাও। তার পরে মন্দিরে পুজো দেন তিনি। উল্লেখ্য, রাজ্যের নব নির্বাচিত বিধায়কদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে শুক্রবার কলকাতায় আসেন তিনি। এরই ফাঁকে শনিবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ দিবস ও অরণ্য সপ্তাহ পালন কামারপুকুরে

আরামবাগ , ৪জুলাই ঃ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ দিবস পালন এবং অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শনিবার গোঘাটের কামারপুকুর চটি এলাকায় এক সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কামারপুকুর যুব দিশা।অনুষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের হাতে প্রায় ৩০০টি চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আরও উৎসাহিত করতে এলাকার বেশ কয়েকটি ক্লাবের সদস্যদের হাতে ফুটবলও তুলে দেন উদ্যোক্তারা।আয়োজকদের বক্তব্য, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ছিল যুবশক্তিকে সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই একদিকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা, অন্যদিকে খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজকর্মী, বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য ও বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের এই উদ্যোগকে এলাকার বাসিন্দারা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

তৃণমূলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নিজেই বুঝে নিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ শনিবার ফেসবুক লাইভে আসেন মমতা। সেখানে তৃণমূলে ভাঙন, পার্টি অফিস দখল ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পদত্যাগ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। একইসঙ্গে চন্দ্রিমার ইস্তফার পর দলের রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নিচ্ছেন বলেও জানান। মমতা বলেন যে, বেইমানি করারও তো একটি সীমা থাকা উচিত। যে পার্টি জন্মদাত্রী মা, তার সঙ্গেই বেইমানি। আপনারা তো এখন সরাসরি বিজেপি করছেন। আপনারা যারা বেইমানরা, গদ্দাররা, বিজেপির কথায় চলছেন, যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকেন, যান বিজেপিতে গিয়ে যোগ দিন। আপনারা কী ভাবেন? আমি মরে গিয়েছি?মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এআইটিসি-র চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্বও গ্রহণ করব। দলের কমিটিতে আরও দু'জনকে-মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষকে-অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের উভয়কেই এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নেভা প্রকল্পের অধীনে বাংলা বিধানসভার ডিজিটাইজেশনে ১০০ শতাংশ আর্থিক সাহায্য দেবে কেন্দ্রঃ কিরেণ রিজিজু

কলকাতা, ৪ জুলাইঃ জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন (নেভা) প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশনের জন্য কেন্দ্র সরকার ১০০ শতাংশ আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। গত শুক্রবার এই ঘোষণা করলেন কেন্দ্র সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। এই লক্ষে কেন্দ্র সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিউ টাউনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য আয়োজিত দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির উদ্বোধনী অধিবেশনে রিজিজু বলেন, এক দেশ-এক অ্যাপ্লিকেশন উদ্যোগের আওতায় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রক বিধানসভার সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করছে। এই প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত হবে।রিজিজু জানান, নেভা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিধায়করা সদনের কার্যপ্রণালী, কার্যসূচি, আইনি নথি এবং অন্যান্য সরকারি নথিপত্র ডিজিটাল রূপে পেয়ে যাবেন। এর ফলে বিধানসভার কাজকর্ম আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং কার্যকরী হবে। বিধায়কদের প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে আর কোনও অসুবিধায় পড়তে হবে না, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মাত্র একটি ক্লিকেই মিলবে।তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর বিপুল সংখ্যক প্রথমবার নির্বাচিত বিধায়ক সদনে এসেছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের সংসদীয় কার্যপ্রণালী এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিচিত করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ নতুন বিধায়কদের জন্য অত্যন্ত দরকারী প্রমাণিত হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তিনি এই সদনকে বিশেষ সম্মান করেন। বিধানসভায় উচ্চমানের বিতর্ক ও গঠনমূলক আলোচনা হওয়া উচিত, যাতে জনস্বার্থে আরও ভালো আইন তৈরি করা যায় এবং রাজ্যের ভবিষ্যকে একটি শক্তিশালী দিশা দেওয়া সম্ভব হয়।রিজিজু জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিধানসভার অধ্যক্ষকে এই কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার কথা দিয়েছিলেন, যা তিনি রক্ষা করেছেন। এই উদ্যোগ বিশেষ করে নতুন বিধায়কদের জন্য অত্যন্ত লাভদায়ক প্রমাণিত হবে।দু'দিনের এই কর্মসূচির যৌথভাবে উদ্বোধন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। লোকসভা সচিবালয়ের অধীনস্থ 'পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি' এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

হাওড়া স্টেশন জঞ্জালমুক্ত রাখতে পূর্ব রেলের নতুন উদ্যোগ, চালু হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৪ জুলাই ঃ-হাওড়া স্টেশন-সহ পূর্ব রেলের সমস্ত স্টেশনকে আরও পরিচ্ছন্ন ও জঞ্জালমুক্ত রাখতে একাধিক নতুন উদ্যোগ নিল পূর্ব রেল। শনিবার হাওড়া স্টেশনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০০২০২২৭৮০ চালু করেন। তিনি জানান, যাত্রী বা যে কোনও সাধারণ মানুষ স্টেশন চত্বরে পড়ে থাকা জঞ্জালের ছবি ও নির্দিষ্ট স্থানের তথ্য এই নম্বরে পাঠালে রেলের কর্মীরা দ্রুত সেই স্থান পরিস্কার করবেন।এদিন মিলিন্দ দেউস্কর রেলের আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন। হাতে সচেতনতামূলক ফেস্টুন নিয়ে হাওড়া স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পদযাত্রা করে যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এর আগে রেললাইনে আবর্জনা না ফেলার জন্য প্রচার চালানো হয়েছিল, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এখন সেই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে।পূর্ব রেল জানিয়েছে, প্ল্যাটফর্ম বা রেলের অন্য কোনও জায়গায় জঞ্জাল ফেললে তা সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারির আওতায় থাকবে। ফুটেজের ভিত্তিতে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে। পাশাপাশি, হোয়াটসঅ্যাপে জঞ্জালের ছবি পাঠিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সহযোগিতা করা ব্যক্তিদের পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশংসাপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্টেশনগুলিকে আরও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্য নিয়েছে পূর্ব রেল।

রাজ্য সরকার সব দপ্তরকে নির্দেশ

কলকাতা,৪জুলাইঃপ্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে হবে বলে রাজ্য সরকার সব দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গত শুক্রবার বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে মন্ত্রী ও সচিবদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেন। বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ বাজেট উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও চলতি মাসের মধ্যেই কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে চালু করতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য সাথীর সঙ্গে যুক্তদের সবকিছু যাচাই করে এই প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মোহন চরণ মাঝি

ভুবনেশ্বর, ৪ জুলাই ঃস্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি।তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে মহান দার্শনিক, দেশপ্রেমিক এবং যুবকদের অনুপ্রেরণার উস বলেছেন।মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম এবং মানবসেবার বার্তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন যে, জাতীয় সেবার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের অবিচল অঙ্গীকার এবং তাঁর উচ্চ আদর্শ আগামী প্রজন্মের জন্য সর্বদা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও আদর্শকে আত্মস্থ করে দেশ গঠনে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

জাপানের সহযোগিতায় অসমকে এশিয়ার শিল্প হাব হিসেবে গড়ে তোলার পথে অগ্রসর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বঃপ্রদেশ বিজেপি

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই ঃ ' জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির ভারত সফরের সময় জাপানের সংসদী অধিবেশন চলমান থাকায় অসম সফরের কর্মসূচি স্থগিত করা হলেও জাপান সর্বদাই অসমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে। বিচক্ষণ, কর্মদক্ষ এবং অসমের ইতিহাসের অন্যতম দূরদর্শী নেতা ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার আন্তরিক প্রচেষ্টায় জাপানের সঙ্গে অসমের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।' বলেছেন অসম প্রদেশ বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র মানস শরণিয়া।এক বিবৃতিতে মানস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মার নেতৃত্বে জাপান অসমে ব্যাপক বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে জাপান সফর করেছেন এবং জাপানের প্রতিনিধিদের অসমে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন ও পরিকাঠামোকে বিশ্বমানের করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অষ্টলক্ষ্মী' উদ্যোগের লক্ষ্য অনুযায়ী. উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এবং ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার লক্ষ্য অনুযায়ী অসমকে শিল্প হাব হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে বলে জানান তিনি।জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সাম্প্রতিক ভারত সফরের প্রসঙ্গে মানস বলেন, ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্যোগে ওই সফরের সময় অসম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যে জাপান অসমে বহু প্রকল্পে বিনিয়োগে করেছে এবং আরও বহু প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে।ভারত-জাপান ষোড়শ বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে অসম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ২০২৬ সালের আসন্ন ভারত-জাপান শীর্ষ সম্মেলনে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি উচ্চ প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর, সাপ্লাই চেইন এবং জ্বালানি খাতে সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হবে, যেখানে অসম একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।জাপানের ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ওনো কেইইচি জাগিরোডে টাটা সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। টোকিও ইলেকট্রনের মতো জাপানি প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আধুনিক সরঞ্জাম ও পরিকাঠামো সরবরাহে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওনো। চিপ রফতানির জন্য বিশেষ জাপানি লজিস্টিকস সংস্থাও সহযোগিতা করবে।জাইকার সহযোগিতায় এ-সেমি নামক নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে সেমিকন্ডাক্টর গবেষণা পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। গুয়াহাটির নিকটবর্তী নগরবে।য় প্রায় ৬০০ একর জমিতে জাপানি শিল্পের জন্য একটি বিশেষ শিল্পনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারকে লক্ষ্য করবে।প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি ঘোষণা করেছেন, এই উদ্যোগের অধীনে অসম থেকে বাংলাদেশ হয়ে মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত একটি শিল্প করিডর গড়ে তোলা হবে, যার ফলে স্থলবেষ্টিত উত্তরপূর্ব ভারতের ভারত মহাসাগরে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে।নতুন 'জাপান -ভারত বায়োগ্যাস-ভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগিতা অভিযান'-এর অধীনে অসমের গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষি ও জৈব বর্জ্য থেকে বায়ো-সিএনজি ও জৈব সার উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।অসমের দুগ্ধ শিল্পেও জাপানের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগে চলছে। সুজুকি আরঅ্যান্ডডি সেঃটার ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষিজ বর্জ্য ও দুগ্ধ শিল্পের বর্জ্যকে পরিচ্ছন্ন শক্তি ও জৈব সার হিসেবে রূপান্তর করা হবে, যা বিশেষভাবে গুয়াহাটির পুরবী ডেয়ারি-র সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের উপকারে আসবে।মানস শরণিয়া আরও বলেন, জাইকা (জেআইসিএ)-র মাধ্যমে অসমে হাজার হাজার কোটি টাকার সরকারি উন্নয়ন সাহায্য (ওডিএ) বিনিয়োগে হয়েছে। ধুবুড়ি-ফুলবাড়ি ব্রহ্মপুত্র সেতু, গুয়াহাটির পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থা, সড়ক উন্নয়ন, বাঁশ সম্পদ-ভিত্তিক জৈব জ্বালানি প্রকল্প, ' মুখ্যমন্ত্রীর ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনিশিয়েটিভ ফর গ্লোবাল হিউম্যান টেলেন্ট ' (সিএম-এফএলআইজিএইচটি)-এর বলে জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে অসমের উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।শরণিয়া বলেন, এ সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার দূরদর্শিতার দরুন। জাপানের সহযোগিতায় অসমের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, বলেন তিনি।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী এক্সপ্রেস ফের চালুর সম্ভাবনা উজ্জ্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আরও একবার রেল পরিষেবা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ' মিতালী এক্সপ্রেস' ফের ট্র্যাকে ফেরার পাশাপাশি 'বন্ধন' ও ' মৈত্রী এক্সপ্রেস' ট্রেন দুটিও পুনরায় চলাচল শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা এবং বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রগুলি পুরোদমে চালু হওয়ার পর এই আশা আরও জোরদার হয়েছে।সূত্রের খবর, দুই দেশের রেল আধিকারিকদের মধ্যে লাগাতার বৈঠক চলছে। ট্রেনের রুট, ট্র্যাকের পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্ত প্রস্তুতি সময়মতো সম্পন্ন হলে চলতি মাসের মধ্যেই এই ট্রেন পরিষেবা ফের চালু হতে পারে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মিতালী এক্সপ্রেস চালুর বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ চূড়ান্ত হয়নি। উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে ট্র্যাক ও অন্যান্য পরিকাঠামোর পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট দফতরে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জেরে নিরাপত্তা জনিত কারণে ভারত সরকার মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী- তিনটি যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ থাকলেও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক গতিশীলতা বজায় রাখতে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখা হয়েছিল।বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও গতি এসেছে। এরই প্রেক্ষিতে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি ফের চালু করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। জানা গেছে, সম্প্রতি দুই দেশের রেল আধিকারিকদের দ্বিতীয় বৈঠকে বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ট্রেন চলাচলের বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি মিলেছে।প্রায় দু'বছর পর বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারত ভিসা ইস্যু করাও শুরু করেছে। এর ফলে পর্যটন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনে ভারতে আসেন, যাঁরা এই ট্রেনগুলি পুনরায় চালু হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।রেল সূত্রের খবর, রেল বোর্ডের সবুজ সংকেত মিললেই ট্রেন চলাচলের চূড়ান্ত তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। এই রেল পরিষেবা পুনরায় বহাল হলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাধারণ মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে 'মিতালী এক্সপ্রেস'-এর সূচনা হয়েছিল। ২০১৭ সালে কলকাতা ও খুলনার মধ্যে চালু হয় ' বন্ধন এক্সপ্রেস'। আর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম যাত্রিবাহী ট্রেন ' মৈত্রী এক্সপ্রেস' ২০০৮ সালে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে পথচলা শুরু করেছিল।

বাড়িতে বসেই আগামী ছয় মাস বিনামূল্যে আপডেট করা যাবে আধার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ জুলাই ঃ দেশের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দারাও এবার বাড়িতে বসেই সহজে আধার কার্ডে ই-মেল, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা-সহ বিভিন্ন তথ্য আপডেট করতে পারবেন। ১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই পরিষেবা আগামী ছয় মাস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মিলবে। পরিষেবা চালুর প্রথম দু'দিনেই ২৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ তাঁদের ই-মেল ঠিকানা আপডেট করেছেন।গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি (ইউআইডিএআই) ১ জুলাই থেকে এই উদ্যোগ চালু করেছে। এর ফলে আধারের তথ্য সংশোধন ও হালনাগাদ করা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়েছে।মন্ত্রকের দাবি, নাগরিকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৈরি নতুন আধার অ্যাপ-এর মাধ্যমে স্মার্টফোন থেকেই মোবাইল নম্বর, ঠিকানা-সহ একাধিক তথ্য সহজে আপডেট করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই অ্যাপ ব্যবহার করে তাঁদের মোবাইল নম্বর আপডেট করেছেন। এছাড়া প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ অ্যাপের মাধ্যমে ঠিকানাও সংশোধন করেছেন।মন্ত্রকের মতে, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় উন্নত ভারতের লক্ষ্য পূরণে নাগরিকবান্ধব ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দিতে ইউআইডিএআই-এর অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন এই উদ্যোগ।

পাট চাষীদের জন্য এমএসপি ঘোষণা জুট কর্পোরেশনের, ৫৫ বছর পূর্তিতে ডিজিটাল বুকিং বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ জুলাইঃ বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ভারত সরকারের সংস্থা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জেসিআই) চলতি অর্থবর্ষের (২০২৬-২০২৭) বর্তমান ফসল বছরের জন্য পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করেছে। এই নতুন হার গত ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।ভারত সরকারের পক্ষ থেকে টিডি-৩ (মিডল গ্রেড) মানের পাটের জন্য প্রতি কুইন্টালে ৫,২৯৫ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, জুট কমিশনারের অফিস ২০২৬-২০২৭ (জুলাই '২৬ থেকে জুন '২৭ পর্যন্ত) অর্থবর্ষের নিরিখে অন্যান্য বিভিন্ন গ্রেডের পাটের ক্ষেত্রেও (টিডি-৩ ব্যতীত) এমএসপি হার ঘোষণা করেছে। গত ১ জুলাই থেকেই এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের হার প্রকাশ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, ১৯৭১ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের পাট চাষীদের পরিষেবা দিয়ে আসছে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে কর্পোরেশন গর্বের সঙ্গে পাট চাষী পরিবার ও কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য নিবেদিত সেবার ৫৫ বছর পূর্ণ করল।সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সুবিধা পাওয়ার জন্য এবার ডিজিটাল স্লট বুকিং করা বাধ্যতামূলক। ডিজিটাল বুকিং না করা হলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। পাট চাষী তথা কৃষকদের জমির প্রমাণ সাপেক্ষে এই সুবিধা দেওয়া হবে। এরপর প্রতি বিঘা জমির অনুপাত অনুসারে ৪ কুইন্টাল পাট নেওয়া হবে। চলতি জুলাই মাস থেকে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে-জেসিআই-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার পানিগ্রাহী, ডেপুটি জুট কমিশনার নীরজ কুলহারি, জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) কল্যাণ কুমার মজুমদার এবং ন্যাশনাল জুট বোর্ডের সচিব শশীভূষণ সিং।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে মহিলাদের বিক্ষোভ গোঘাট এক নম্বর বিডিও অফিসে

নিজস্ব প্রতিনিধি,আরামবাগ , ৪ জুলাই ঃঅন্নপূর্ণা যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না পেয়ে শনিবার গোঘাট-১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) দফতরের বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক উপভোক্তা। তাঁদের অভিযোগ, সরকার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়ার ঘোষণা করলেও বহু যোগ্য আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা পৌঁছায়নি। পাশাপাশি অনলাইনে অনেকের আবেদনের পাশে Application Rejected দেখানো হলেও কেন আবেদন বাতিল হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি।বিক্ষোভকারীদের দাবি, সমস্ত প্রয়োজনী নথি জমা দেওয়ার পরও কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই আবেদন বাতিল করা হয়েছে। বারবার ব্লক অফিসে যোগাযোগ করেও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় তাঁরা বিডিওর কাছে লিখিতভাবে আবেদন বাতিলের কারণ জানানো এবং দ্রুত যোগ্য উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার দাবি জানান।বিক্ষোভ চলাকালীন এক ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে কটূক্তি করেন এবং সমস্যা সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তবে ওই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য, যার সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।যদিও বিক্ষোভের সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

তারাতলা বিপর্যয়ে উদ্ধারকারীদের সংবর্ধনা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী, জানালেন কুর্নিশ

রেল স্টেশনগুলিতে নোংরা করা এবং থুতু ফেলার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৪ জুলাই ২০২৬ঃ পূর্ব রেলের তরফ থেকে চালু করা হলো নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, হাওড়া সহ রেল স্টেশনগুলিতে নোংরা করা এবং থুতু ফেলার বিরুদ্ধে এবার থেকে জিরো টলারেন্স নীতি। রেল স্টেশনকে জঞ্জালমুক্ত করতে পূর্ব রেলের তরফ থেকে চালু করা হলো নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর। শনিবার পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটির সূচনা করেন। তিনি বলেন, কোনও যাত্রী অথবা যে কেউ এই নম্বরে জঞ্জালের ছবি তুলে পাঠালে দ্রুততার সঙ্গে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে। কার্যত হাওড়া স্টেশন সহ পূর্ব রেলের সমস্ত স্টেশনকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব রেলওয়ে। এই উপলক্ষ্যে শনিবার হাওড়া স্টেশনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর নিজে রেলের অফিসার এবং কর্মীদের নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে প্রচারে সামিল হন। নিজের হাতে স্বচ্ছতা অভিযানের ফেস্টুন নিয়ে প্লাটফর্মগুলিতে মিছিল করে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। তিনি বলেন, রেলের পক্ষ থেকে আগেই লাইন পরিষ্কার রাখার জন্য প্রচার শুরু হয়েছিল। এর ফলে যাত্রীরা লাইনে জঞ্জাল ফেলা আগের চেয়ে কমিয়েছেন। এখন থেকে প্ল্যাটফর্ম অথবা রেলের জায়গায় জঞ্জাল ফেললে তা ধরা পড়বে সিসিটিভি ক্যামেরায়। সেই ছবি দেখে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আর্থিক জরিমানা করা হবে। এর পাশাপাশি নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০০২০-২২৭৮০ চালু করা হলো। এই নম্বরে যাত্রী ছাড়াও যে কেউ জঞ্জালের ছবির সঙ্গে জায়গার তথ্য দিলে সেই জঞ্জাল দ্রুত পরিষ্কার করা হবে। যারা ছবি তুলে পাঠাবেন তাঁদেরও পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বিশেষ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। যাত্রীদের সচেতন করা হচ্ছে রেললাইন কোনও ডাস্টবিন নয়। ময়লা ফেলা বন্ধ করতে রেলের পক্ষ থেকে লিফলেট বিলি করে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে। প্রথমে সচেতন করা হবে। এরপর প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথেও এই বিষয়ে সমন্বয় করা হবে যাতে প্রয়োজনীয় স্থানে ডাস্টবিন ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও স্টেশন চত্বরে যেকোনও ধরনের অপরাধ বা নিয়ম লঙ্ঘন ঠেকাতে আরপিএফ তৎপর রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে আজ হোক বা কাল অপরাধীকে চিহ্নিত করা সম্ভব। নজরদারি আরও আধুনিক করতে রেলওয়েতে 'ফেস রিকগনিশন' (মুখাবয়ব চেনার) ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। এর ফলে কোনও যাত্রী নিয়ম ভেঙে বা অপরাধ করে পালিয়ে গেলেও পরবর্তীতে স্টেশনে এলে এই ক্যামেরার সাহায্যে তাঁকে সহজেই ধরে ফেলা যাবে। প্রসঙ্গত স্টেশনগুলিতে নোংরা করা এবং থুতু ফেলার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নজিরবিহীন পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব রেলওয়ে এদিন হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই নিবিড় পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব ঈস্টার্ন রেলওয়ে ইজ ওয়াচিং ইউদ (পূর্ব রেলওয়ে আপনার ওপর নজর রাখছে) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। এই পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা অভিযানটি মূলত চলতি বছরের এপ্রিলে শুরু হয়েছিল এবং এদিনের এই হাই-প্রোফাইল উদ্বোধনের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে এটি পরবর্তী পর্বে পদার্পণ করল। এই নতুন পর্বে রেলওয়ের সমস্ত প্রাঙ্গণে নোংরা আবর্জনা ফেলা এবং থুতু ফেলার বিরুদ্ধে একটি কঠোর জিরো টলারেন্স (শূন্য সহনশীলতা) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিযানের মূল বার্তা হলো, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং ক্রমাগত প্রাঙ্গণটি পর্যবেক্ষণ করছে। রেলওয়ের কর্মীদের পাশাপাশি ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) ক্যামেরার এক বিশাল নেটওয়ার্ক সক্রিয়ভাবে যাত্রীদের আচরণের ওপর নজর রাখবে এবং কেউ নোংরা ফেলতে বা থুতু ফেলতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই জরিমানা করা হবে। জনগণকে এই প্রক্রিয়ায় সামিল করার জন্য এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে যাত্রীরা এখন স্টেশনগুলি পরিষ্কার রাখার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবেন। যদি কোনও রেলযাত্রী কাউকে নোংরা ফেলতে বা থুতু ফেলতে দেখেন, তবে তাঁরা সেই অপরাধীর একটি ছবি তুলতে পারেন এবং সঠিক লোকেশন বা জায়গার নাম উল্লেখ করে তা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নম্বর ৯০০২০-২২৭৮০-এ পাঠাতে পারেন। এর পর পূর্ব রেলওয়ে দ্রুত সেই অপরাধীকে শনাক্ত করে ঘটনাস্থলে জরিমানা করবে। আর যে যাত্রী ছবিটি পাঠিয়েছেন তাকে অক্যাপ্টেন ক্লিনদ হিসেবে সম্মানিত করা হবে এবং পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে একটি অফিসিয়াল প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে।

হাওড়া ডিভিশনে রেলের বড় উদ্যোগ, জুলাইতেই চালু নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম, বাড়বে ট্রেনের সংখ্যা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ জুলাই ২০২৬ ঃ হাওড়া ডিভিশনের রেল পরিষেবাকে আরও আধুনিক, দ্রুত এবং যাত্রীবান্ধব করে তুলতে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ঘোষণা করল পূর্ব রেল। ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, যাত্রী পরিষেবার উন্নয়ন এবং ট্রেন চলাচলের সময়নিষ্ঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এরই অংশ হিসেবে চলতি জুলাই মাসে হাওড়া স্টেশনে চালু হতে চলেছে নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, লিফট স্থাপন এবং আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) বিশাল কাপুর এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, হাওড়া স্টেশনে চালু হতে চলেছে নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।দ দীর্ঘদিন ধরেই হাওড়া ডিভিশনে ট্রেন দেরিতে চলা নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ ছিল। নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণ হলে সেই সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে বলে আশাবাদী রেল কর্তৃপক্ষ। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ৬৩৫ মিটার দীর্ঘ নতুন ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এটি দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেন পরিচালনার উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে। জুলাই মাস থেকেই এই প্ল্যাটফর্ম যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনের চাপ সামলাতে ১০-১১ এবং ১২-১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণের কাজও জোরকদমে চলছে। এছাড়াও ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উন্নয়নমূলক কাজও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। শুধু প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ নয়, ট্রেন চলাচলকে আরও নিরাপদ এবং সময়নিষ্ঠ করতে হাওড়া স্টেশনে বসানো হচ্ছে আধুনিক 'রুট রিলে ইন্টারলকিং' ব্যবস্থা। এই প্রযুক্তি চালু হলে সিগন্যালিং ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও গতি দুটিই বৃদ্ধি পাবে। ডিআরএম বিশাল কাপুর জানান, বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেল এবং পূর্ব রেলের লাইনের সংযোগস্থলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে। এই কাজের কারণেই অনেক সময় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তে বা প্রবেশ করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে জংশন পয়েন্টের এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ট্রেন দেরিতে চলার সমস্যা অনেকটাই দূর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, হাওড়া ডিভিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তারকেশ্বর, লিলুয়া, আজিমগঞ্জ, ডানকুনি, রামপুরহাট এবং কাটোয়া স্টেশনে বিভিন্ন ডঙ্খ ন্নয়নমূলক প্রকল্প শেষ হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে একাধিক স্টেশনে লিফট বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। আগামী পর্যায়ে হাওড়া, তারকেশ্বর, সাঁইথিয়া, বালি, রিষড়া, বেলুড়, শেওড়াফুলি, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, লিলুয়া-সহ আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে লিফট স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে হাওড়া ডিভিশনের ট্রেন চলাচল আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং সুশৃঙ্খল হবে। একই সঙ্গে যাত্রীদের ভ্রমণও হবে আরও আরামদায়ক। নতুন প্ল্যাটফর্ম চালু এবং আধুনিক পরিকাঠামোর সংযোজনের ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছে পূর্ব রেল।

'আর্জেন্টিনার অবস্থাও তৃণমূলের মতো', দলীয় কোন্দল ইস্যুতে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘিরে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দলীয় কোন্দল এবং ইএম বাইপাসের তৃণমূল কার্যালয়কে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দল আর্জেন্টিনার সাম্প্রতিক ম্যাচের তুলনা করেন। শনিবার সকালে ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতে মন্তব্য করেন তিনি। সেখানেই কথোপকথনের এক পর্যায়ে ফুটবল প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থাকে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা। দিলীপ ঘোষ বলেন, আর্জেন্টিনা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী এবং মর্যাদাপূর্ণ দল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক ম্যাচে তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় যে দলকে অপ্রতিরোধ্য মনে করা হতো, তারাও এখন চাপে পড়ছে। এরপরই তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, একসময় রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূলের এমন প্রভাব ছিল যে তাদের ইচ্ছাতেই সবকিছু পরিচালিত হতো। কিন্তু এখন দলের মধ্যেই বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত এবং ক্ষমতার লড়াই প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে দলের ভিতরে একাধিক গোষ্ঠী নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমেছে, যার প্রভাব সংগঠনের উপর পড়ছে। বিজেপি নেতার এই মন্তব্যের নেপথ্যে রয়েছে শুক্রবার ইএম বাইপাস সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়কে ঘিরে তৈরি হওয়া উত্তেজনা। ওই কার্যালয়কে কেন্দ্র করে দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েন প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, এক পক্ষ কার্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়, যার ফলে অন্য পক্ষের নেতারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। পরে সেখানে উপস্থিত হন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র-সহ কালীঘাট শিবিরের একাধিক নেতা। তবে তাঁরা তালা ভেঙে কার্যালয়ে প্রবেশের পথে না গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত রাখার পক্ষেই অবস্থান নেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও কোনও বড় অশান্তি ঘটেনি। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ঘটনাকেই হাতিয়ার করে তৃণমূলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে নিজেদের লোকেরাই তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর মতে, কোনও সম্পত্তির ব্যবহার বা অধিকারের বিষয়টি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যে এই ধরনের দখলদারির প্রবণতা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে শুভ নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এমন ঘটনার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে আইনি পদক্ষেপের কথাও বলেন বিজেপি নেতা। পাশাপাশি অতীতের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, তখন থেকেই এই ধরনের কাজের অভ্যাস তৈরি হয়েছিল, আর এখন সেই প্রবণতাই নিজেদের দলীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, আগে বিরোধী দলের অফিসে তালা মারা হতো, আর এখন নিজেদের দলের অফিসেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে এবং তা আর গোপন থাকছে না। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহ তৈরি হয়েছে। একদিকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি, অন্যদিকে সেই ঘটনাকে সামনে রেখে বিরোধী শিবিরের ধারাবাহিক আক্রমণ; সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এই ইস্যু ঘিরে আলোচনা আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

পুজো পর্যন্ত হকার উচ্ছেদে স্থগিতাদেশের আশ্বাস, সাময়িক স্বস্তিতে রাজ্যের হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ২০২৬ ঃ রাজ্যজুড়ে হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে চলা অনিশ্চয়তা ও চাপানউতোরের মধ্যেই এল স্বস্তির খবর। হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির দাবি, আসন্ন দুর্গাপুজোর মরশুম পর্যন্ত কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলে অন্তত উৎসবের মরশুম পর্যন্ত জীবিকা হারানোর আশঙ্কা থেকে সাময়িক স্বস্তি পেলেন হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার। গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি এবং রেলের জমিতে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা দোকান, অস্থায়ী ব্যবসাকেন্দ্র এবং বসতি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। বহু বছর ধরে রেল ও রাজ্য সরকারের জমিতে ব্যবসা করে আসছেন অসংখ্য মানুষ। অনেক পরিবার ওই জায়গাগুলিতেই নিজেদের জীবিকা এবং বসবাসের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী বিভিন্ন বাজার এলাকা, সেতুর নীচে, রেলস্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল এবং অন্যান্য সরকারি জমিতে থাকা ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন হকার সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছায়। হকার উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের একাধিক রেলস্টেশনে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় বহু দোকান ও অস্থায়ী কাঠামো। এতে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর রুজি-রোজগারে বড় ধাক্কা লাগে। পরবর্তীতে কলকাতা হাই কোর্ট হকার উচ্ছেদে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেয়, যার ফলে সাময়িকভাবে অভিযান বন্ধ থাকে। এরই মধ্যে এদিন হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির রাজ্য সভাপতি অসিত সাহা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বিবেচনা করে আশ্বাস দিয়েছেন যে দুর্গাপুজোসহ উৎসবের মরশুম শেষ হওয়ার আগে কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা হবে না। এই আশ্বাসে হকারদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে বলে তিনি দাবি করেন। তবে হকার সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, রেলের জমিতে থাকা হকারদের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। সেই কারণে রেল সংক্রান্ত উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার আবেদন জানানো হয়েছে। এখন নজর থাকবে এই আশ্বাস বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং উৎসবের পর হকারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয়। আপাতত পুজোর আগে উচ্ছেদের আশঙ্কা না থাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন রাজ্যের বহু হকার ও তাঁদের পরিবার।

১৪ বছর পরও অধরা বিচার! বরুণ বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডে নতুন করে এস.আই.টি. তদন্তের আর্জি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ জুলাই ২০২৬ ঃ আজ, ৫ জুলাই। ঠিক ১৪ বছর আগে এই দিনেই উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা স্টেশন চত্বরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বিচার মেলেনি বলে দাবি পরিবারের। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন করে সুবিচারের আশায় এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যরা। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবার'-এ উপস্থিত হয়ে তাঁরা হত্যাকাণ্ডের পুনর্তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। ২০১২ সালের ৫ জুলাই গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে খুন করা হয় বরুণ বিশ্বাসকে। তিনি কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সেই সময় গোটা রাজ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তদন্তের ভিত্তিতে এই ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁদের মধ্যে একজনের জেল হেফাজতেই মৃত্যু হয়। বাকি অভিযুক্তরা বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। তবে এত বছর পরেও হত্যাকাণ্ডের মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ তাঁদের। বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের দাবি, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ভূমিকা ছিল। তাঁদের অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বেই বিপুল সংখ্যক দুষ্কৃতী হামলা চালিয়ে বরুণ বিশ্বাসকে খুন করে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, তদন্তের পরিধিও সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। তাঁদের মতে, তদন্তের নামে এতদিন শুধুই প্রহসন হয়েছে এবং প্রকৃত অপরাধীরা আইনের নাগালের বাইরে থেকে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা দাবি জানিয়েছেন, হাই কোর্টের কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। তাঁদের বিশ্বাস, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত সত্য সামনে আসবে এবং মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বরুণ বিশ্বাসের দিদি সংবাদমাধ্যমকে জানান, ত্বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুরহস্য উদঘাটন হোক। এতদিন তদন্তের নামে প্রহসন হয়েছে। হাই কোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির 'ত্ত্বাবধানের সিট গঠন করে তদন্ত করা হোক। এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড হলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর নেতৃত্বে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। তিনিই প্রকৃত দোষী। রাজ্যে পালাবদলের পর মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিচার চাইতে এসেছে।' বরুণ বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডের ১৪ বছর পূর্তির প্রাক্কালে তাঁর পরিবারের এই নতুন আবেদনকে ঘিরে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে বহু পুরনো এই বহুল চর্চিত মামলা। দীর্ঘদিনের বিচারপ্রক্রিয়া, তদন্ত নিয়ে পরিবারের অসন্তোষ এবং নতুন করে তদন্তের দাবিকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে এই মামলার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর থাকবে রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

বিধায়কদের আইন প্রণয়ন ছাড়াও মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠাও অন্যতম প্রধান দায়িত্ব

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, কলকাতা, ৪ জুলাই ২০২৬ ঃ বিধায়কদের কাজ শুধু আইন প্রণয়ন বা রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ নেওয়া নয়, সমাজের প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠাও তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। একইসঙ্গে, কোনও বিধায়ক জনস্বার্থে প্রশ্ন তুললে সরকারকে তা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা মনে করেন। তাঁর মতে, সমস্যা চিহ্নিত হলেই তার সমাধানের পথ তৈরি হয়, আর সেই সমাধানই রাজ্যের উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভা অধ্যক্ষ বলেন, জনগণ বিপুল আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে বিধায়কদের নির্বাচিত করেন। তাই সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা জনপ্রতিনিধিদের নৈতিক দায়িত্ব। বিধানসভার ভিতরে আলোচনা, বিতর্ক, আইন প্রণয়ন এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তুলে ধরতে হবে। কেবল স্লোগান বা অচলাবস্থা সৃষ্টি করে কখনও প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন, শেখার কোনও শেষ নেই। প্রযুক্তি, প্রশাসন এবং সমাজ প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। তাই জনপ্রতিনিধিদেরও নিয়মিত নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের জন্য আয়োজিত দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সমাপ্তি হল আজ। বিধানসভা এবং পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি (প্রাইড)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল নতুন বিধায়কদের সংসদীয় কার্যপ্রণালী, আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া, প্রশ্নোত্তর পর্ব, কমিটি ব্যবস্থা, বাজেট এবং জনসেবায় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

অসুস্থ বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করালো হাওড়ার বি গার্ডেন থানার পুলিশ

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, হাওড়া, ৪ জুলাই ২০২৬ ঃ পুলিশের মানবিক মুখ, অসুস্থ বৃদ্ধাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করালো হাওড়ার বি গার্ডেন থানার পুলিশ। রাস্তার মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় পড়েছিলেন ওই অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধা। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায় হাওড়ার এজেসি বোস বি গার্ডেন থানার পুলিশ। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগের সাধুবাদ জানিয়েছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ। ঘটনায় প্রকাশ, শনিবার সকালে দক্ষিণ হাওড়ার কলেজ ঘাট রোড সংলগ্ন একটি স্কুলের কাছে ওই বয়স্ক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিলেন। পথচারীদের নজরে বিষয়টি আসতেই রাজ্য সরকারের জরুরি পরিষেবা নম্বরে তৎ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১৪ সংখ্যা, রবিবার , ২০ আষাঢ়, ১৪৩৩

ভারতের অগ্নিকন্যা

বিস্মৃত এক অগ্নিকন্যা উড়া দেবী। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সাহস, আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের কত কাহিনী জ্বলজ্বল করে। কত বীরাঙ্গনার নাম আলো করে থাকে ইতিহাসে। কিন্তু ইতিহাস মাঝে মাঝে কিছু দীপ্ত নামকে আড়াল করে রাখে, সেইসব মানুষদের, যারা জাতপাতের গণ্ডিকে চূর্ণ করে অসীম সাহসে লড়াই করেছিলেন দেশের জন্য। আওধের উজারিয়া গ্রামের মাটিতে জন্ম নেওয়া এমনই এক অগ্নিকন্যা উড়া দেবী পাশি। ১৮৩০ সালের ৩০ জুন তাঁর জন্ম, পাশি সম্প্রদায়ের এক সাধারণ পরিবারে। কিন্তু তাঁর রক্তে ছিল অসাধারণ সাহস, অটুট মনোবল। স্বামী মক্কা পাশি ছিলেন আওধের বিশিষ্ট কুস্তিগির ও হযরত মহলের বাহিনীর যোদ্ধা। ঘরে ঘরে তখন ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের গল্প, মানুষের যন্ত্রণা আর ক্ষোভ, আর সেসব শুনতে শুনতেই উড়া দেবীর হৃদয়ে জন্ম নিল আগুন; নিজের দেশকে রক্ষা করার, নিজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আগুন। আওধের বেগম হযরত মহলের কাছে তিনি সরাসরি অনুরোধ জানালেন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। বেগম তাঁর চোখে দেখলেন এক অদম্য স্পৃহা, দেখলেন নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। তাই তিনি শুধু অনুমতি দিলেন না, বরং এক নারী বাহিনীর দায়িত্বই তাঁর হাতে তুলে দিলেন। উড়া দেবী তখন আর সাধারণ নারী নন; দেশ মাতার যোদ্ধা, শত নারীকে নিয়ে সংগঠিত এক লড়াইয়ের অগ্রণী। ব্রিটিশ বাহিনী যখন আওধ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে, তখন উড়া দেবী ও তাঁর স্বামী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু যুদ্ধের নিষ্ঠুরতায় যখন তাঁর স্বামী প্রাণ হারান, তখন উড়া দেবীর বুকের আগুন আরও প্রজ্বলিত হয়। ব্যক্তিগত শোককে তিনি রূপ দিলেন প্রতিশোধের শপথে। দেশকে রক্ষা করার এই যুদ্ধে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিলেন। ১৬ নভেম্বর ১৮৫৭ সাল। সিকান্দার বাগের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি তাঁর নারী বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন, সাহস দিলেন, নির্দেশ দিলেন। তারপর নিজে গোপনে উঠে গেলেন একটি পিপল গাছে; সেখানে বসে তৈরি করলেন এক অদৃশ্য প্রতিরোধ। ওপর থেকে লক্ষ্যভেদী গুলিতে একের পর এক ব্রিটিশ সৈন্য পড়তে লাগল। কেউ বুঝতেই পারছিল না এই নিখুঁত আঘাত কোথা থেকে আসছে। অবশেষে এক ব্রিটিশ অফিসারের নজরে আসে। সৈন্যদের দেহে ওপর থেকে নিচে এসেছে গুলি। সন্দেহ হল, কোনো গাছে লুকিয়ে থাকা স্নাইপারই এই সব করছে। নির্দেশ এল গাছ লক্ষ্য করে গুলি চালানোর। একসময় গাছ থেকে পড়ে গেলেন এক যোদ্ধা;আর তখনই জানা গেল তিনি নারী। তিনি-ই ছিলেন উড়া দেবী পাশি, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও যিনি লড়াই থামাননি। উইলিয়াম ফোর্বস-মিচেল তাঁর 'Reminiscences of the Great Mutiny' বইতে লিখেন, ওই নারীর কাছে ছিল দুটি পুরনো কেভেলরি পিস্তল, তার কোমরে গোঁজা থাকা পিস্তলটিও তখনো লোডেড। তাঁর থলিতেও কিছু গুলি ছিল। তিনি গাছে বসে তৈরি করে রেখেছিলেন তাঁর অবস্থান, আর সেখান থেকেই তিনি বহু ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। উড়া দেবীর জীবন কেবল ব্যক্তিগত সাহসিকতার গল্প নয়; এটি এক ঐতিহাসিক প্রমাণ, যে দলিত নারীরাও এই দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমান বীরত্ব দেখিয়েছেন, সমান রক্ত ঝরিয়েছেন, সমান আত্মত্যাগ করেছেন। তিনি আজও আমাদের গর্ব, আমাদের প্রেরণা; আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলে থাকা এক অগ্নিকন্যা।

রসরাজ অমৃতলাল

নাট্যকার, সঙ্গীতকার ও অভিনেতা রসরাজ অমৃতলাল বসু ২ জুলাই, ১৯২৯ সালে পরলোকগমন করেন। ১৮৭২ সালে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির সহযোগিতায় ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ নীলদর্পণ নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয়ে অবতীর্ণ হন তিনি। পর্যায়ক্রমে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৮৭৫ সালে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। প্রিন্স অব ওয়েলসের (সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় আগমন ও জনৈক রাজভক্তের চাটুকারিতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা গজদানন্দ ও যুবরাজ প্রহসনে অভিনয়ের কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করে। ১৮৮৮ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙ্গে যাওয়ার পর অমৃতলাল স্টার থিয়েটারে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ২৫ বছর এর সঙ্গে যুক্ত থেকে বহু নাটকের অভিনয় ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার হিসেবেও অমৃতলালের নাম সগৌরবে উচ্চারিত হয়। নাটক, প্রহসন ও নকশা জাতীয় তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশ। সেগুলির মধ্যে তিলতর্পণ (১৮৮১), বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), তরুবালা (১৮৯১), কালাপানি (১৮৯২), বাবু (১৮৯৩), বিমাতা (১৮৯৩), আদর্শ বন্ধু (১৯০০), অবতার (১৯০২), চোরের উপর বাটপাড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রহসন ও ব্যঙ্গ রচনাতেই অধিক সফল হয়েছেন। সমকালের নাগরিক ও গ্রামীণ সমাজের নানা দিক নিয়ে এসব ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচিত হয়। এর জন্য তিনি সমাজের এক শ্রেণির প্রশংসা এবং অপর শ্রেণির নিন্দার ভাগী হন। তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক নাটক রচনা ও তাতে অভিনয় করে সুধীসমাজ কর্তৃক 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন। পুরাতন প্রসঙ্গ, পুরাতন পঞ্জিকা ও ভুবনমোহন নিয়োগী নামে তাঁর তিনটি আত্মস্মৃতিমূলক রচনা আছে। অমৃতলাল কবিতা ও গল্প-উপন্যাসও রচনা করেছেন। প্রথম দিকে কবির লড়াইয়ের কবিতা ও হাফ-আখড়াই গান লিখেও তিনি জনপ্রিয় হন। থিয়েটার জগতের বাইরেও অমৃতলালের পদচারণা ছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে, স্বদেশী যুগের কর্মী এবং বাগ্মী হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

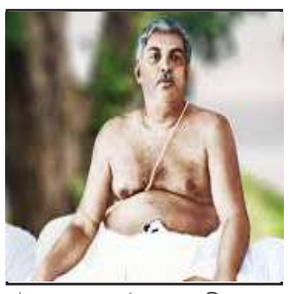

এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত ঙওয়ার খুবই প্রযোজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজকে রক্ষা গেলে সেবা কর।

মা সারদা দেবী

মা সারদা বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছ প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গেয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর মতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে-নরেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রিয়জন রামকমল

রবীন্দ্রকুমার শীল

দ্বিতীয় পর্ব

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে বিলাতে যতই এই বাংলাকে ভূতপ্রেতের দেশ বলে প্রচার করা হোক না কেন বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি সাহিত্য কোনও অংশে কম নয় বরং তাদের সমগোত্রীয়। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার স্যার উইলিয়াম জোন্সের উক্তিতে সরকার বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। ১৮১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এডোয়ার্ড

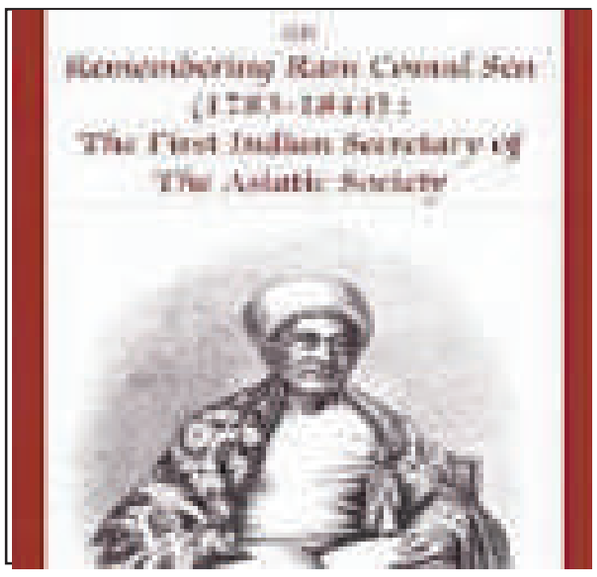

হাইড ইস্ট এই বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁর বাড়িতে একটি সভা ডাকেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাধাকান্ত দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, মতিলাল শীল, রামকমল সেন সহ আরও অনেকে। ওই সভায় রামমোহন রায় উপস্থিত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হাইডের সভায় রাজা রাম মোহনের মতামত নেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে রামমোহন বিরোধীরা আপত্তি করেন। তাঁরা বলেছিলেন যে রামমোহন যবন। এক সঙ্গে বসা যায় না। হাইড ইস্টের দান গ্রহণ করতে বিরোধীদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু রামমোহনের দান নৈব নৈব চ। রামমোহন রায়কে বাদ দিয়ে তৈরি হল ১৯১৭ সালে 'বিদ্যালয় মহাপাঠশালা'। পরে নাম হল 'হিন্দু কলেজ'। রামমোহন রায় এবারে নিজের একক প্রচেষ্টায় 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করলেন। নন্দকিশোর বসুর ছেলে রাজনারায়ণ এই স্কুলে ভর্তি হল। সেই স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার পাশা পাশি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই স্কুলে সব সম্প্রদায়ের ছাত্ররা পড়াশুনা করা অধিকার লাভ করে। হিন্দু কলেজে যেমন হিন্দু ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়াশুনা করার অধিকার ছিল না। রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের বিকল্প হিসাবে 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' স্থাপন করে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পড়াশুনার করার অধিকার দিলেন। এই সব ঘটনা কিন্তু মধ্য কলকাতার মধ্যমণি রামকমল সেনের নজর এড়িয়ে যায়নি। তবে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের হোতা রামমোহন রায়ের প্রতি রামকমল সেনের মানসিক দ্বন্ধ থাকলেও সব ক্ষেত্রে তিনি আবার রামমোহন বিরোধী ছিলেন না। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা চালু করার প্রয়োজন রয়েছে বলে রামমোহন রায় যেভাবে সরকারকে বোঝাতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে কিন্তু রামকলম সেন কোনও বিরোধিতা করেননি। প্রকাশ্যে রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা চালুর করার সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন করতে না পারলেও এ ব্যাপারে তিনি মনে প্রাণে রামমোহনকে সমর্থন করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করতে পারেননি তার একটি মাত্র কারণ তিনি তখন রক্ষণশীল পন্থীদের দলের নাম লিখিয়ে রাধাকান্ত দেবের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের অতিরিক্ত হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির বিরোধিতাকে সমর্থন করতে পারেননি রামকমল সেন। তিনি চাইতেন প্রচলিত ধর্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হোক এবং আধুনিকতা আসুক। কিন্তু রামমোহন রায় একেবারে এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন শিক্ষায় কোনও ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে সাম্প্র দায়িক ভিত্তির ওপরে নির্ভর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা একেবারে ঘোরতর অন্যায়। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে একচ্ছত্রভাবে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে দিল রক্ষণ শীলপন্থীরা যাকে সহজে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি রামমোহন রায়। এরপরের ইতিহাস আরও ভয়ঙ্কর। ক্রমশ ক্ষিপ্ত হতে থাকেন রামকমল সেন। কলকাতার চার্চ স্কটল্যাণ্ডের প্রধান বিশপ রেভারেন্ড ব্রাটস স্কটল্যাণ্ড থেকে অ্যালেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ করলেন। তিনি তো কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু স্কুল তৈরি করার বাড়ি কে দেবে? কেউ ডাফকে স্কুল তৈরি বাড়ি দিতে রাজি হল না। রাজা রামমোহন রায় ডাফের জন্য বাড়ি ঠিক করে দিলেন। সাহেবরা খ্রিস্টান করিয়ে দিতে পারে সেই ভয় দেখিয়ে সেই সময়ে রক্ষণশীলপন্থীরা ডাফের ইংরেজি স্কুলে ছাত্র পাঠানোর ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিল। কুসংস্কা রাচ্ছন্ন মানুষকে মুক্ত করতে গেলে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সেটা রাজা রামমোহন রায় অনুভব করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রাম কমল সেন হিন্দু ধর্মের রীতি নীতিকে বজায় রেখে ইংরেজি শিক্ষা এর পাশাপাশি সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে তিনি নাস্তিক রাজা রামমোহন রায়কে হিন্দু কলেজে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে আপত্তি করেন। তার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছিলেন রাধাকান্ত দেব। ফলে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু কলেজ কমিটিতে থাকার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পরে তিনি ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' স্থাপন করেন। সেখানে সব সম্প্রদায়ের ছাত্ররা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। ১৮১৭ সালে ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ শুরু হয় গরানহাটায় (৩০৪ টিৎপুর রোড) গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি ভাড়া নিয়ে। ব্রজমোহন বসাকের পুত্র, বিদ্যোৎসাহী গোরা চাঁদ ছিলেন সরকারের ট্রেজারির প্রধান খাজাঞ্চি (দেওয়ান)। পরে এই বাড়িতে ওরিয়েন্টাল সেমি নারী প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮১৮ সালে হিন্দু কলেজ স্থানান্তরিত হয় চিৎপুরের রূপচাঁদ রায়ের বাড়িতে। ১৮১৯ সালে চিৎপুরের ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে গিয়েছিল। তারপরে বৌবাজার এবং টেরিটি বাজারে বিপরীত দুটি ঠিকানায় কলেজ গিয়েছিল। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে, ১৮২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি আনুকূল্যে শেষ পর্যন্ত ১২৩ চিৎপুর রোডে বাড়িতে কলেজ চলে। মাসিক ভাড়া ছিল তিনশত টাকা। এখান থেকে কলেজ উঠে যায় পটলডাঙ্গার স্থায়ী ঠিকানায় ১ মে, ১৮২৬ সালে। বিদ্যোৎসাহী রামকমল সেন জীবন শুরু করেছিলেন হান্টারের হিন্দুস্তানি প্রেসের কম্পোজিটর হিসাবে। সেখান থেকে তিনি 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল'-এর দেওয়ান হন। প্রাচ্যবিদ হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'র সভ্য (১৮১৭) , 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' এর সভ্য (১৮৩৯) রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর বাংলা ইংরেজি অভিধান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটি স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে। রামকমল সেন চাইতেন বাঙালিরা ইংরেজি ভাষা শিখুক। তাতে বাঙালি জাতির লাভ হবে। সেই দিকে নজর রেখে তিনি ইংরেজি বাংলা অভিধান রচনা করলেন। এই অভিধান হিন্দু কলেজে ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাংলা ভাষাকে সামনে রেখে অতি দ্রুত ইংরেজি ভাষার শিখতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই রামকমল সেন এই অভিধান রচনা করেন। দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮২২) রাম মোহনের 'আত্মীয় সভা'য় উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। এখানেই ডেভিড হেয়ার আসতেন এবং রামমোহনের সঙ্গে দেশিয় সমাজের উন্নতির কথা আলোচনা হতো। পরে বৈদ্যনাথতে হিন্দু কলেজের দেশিয় সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি রামকমল সেনকে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করে ছিলেন। রামকমল সেন সব সময়ে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরে তীক্ষ্ন নজর রাখতেন। এক হচ্ছে হিন্দু কলেজ, দুই হচ্ছে সংস্কৃত কলেজ এবং তিন হচ্ছে মেডিকেল কলেজ। হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ রামকমল সেনের নাকের ডগায় অবস্থিত। ফলে হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজে কখন কী হচ্ছে তার খবর দ্রুত রামকমল সেনের কাছে এসে উপস্থিত হত। রামকমল সেন যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনকার কাজের খবর তিনি রাখতেন। ফলে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন না। শিক্ষক ডিরোজিও ছাত্রদের সঙ্গে কী ধরনের আলোচনা করছেন তা তাঁর কানে এসে উপস্থিত হত। আগেই বলেছি যে রামকমল সেন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি কোথাও কোথাও প্রগতিশীল আবার তিনি কোথাও কোথাও রক্ষণশীল। হিন্দু কলেজের ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। যেমন তিনি সতীদাহ প্রথার পক্ষে নিজেকে উপস্থিত করেছিলেন রাধাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৩১সাল পর্যন্ত হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। হিন্দু কলেজ ছাত্র রাধানাথ সিকদার, রামগোপাল ঘোষ, গোবিন্দু চন্দ্র বসাক, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ছাত্রগণ ডিরোজিও ক্লাসে অংশ গ্রহণ করতেন এবং পড়ানো শুনতেন। এমনকী এই সব ছাত্ররা কলেজ ছুটির পর ডিরোজিও'র আলোচনা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করতো। ক্রমে এই আলোচনা বৈঠক 'আকাদেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। (ক্রমশ)

নেতাজি সুভাষ বোসের দৃষ্টিতে পিতা জানকীনাথ বসু

সৌরভ দাস

সুভাষের স্মৃতিচারণায় পিতা জানকীনাথ বসু। মানুষের জীবনে পিতা-মাতা পরম আত্মীয়, আত্মার সম্পর্কে। পিতা- মাতাকে শ্রদ্ধায় -ভক্তিতে যে জীবনের প্রাণ যত ব্যাকুল হয়, এই আত্মীয়তা তার ক্ষেত্রে ততই দৃঢ় হয়। পিতা-মাতার ন্যায় প্রকৃত আত্মীয়কে চিনে নিয়ে যত নিবিড় , যত একমুখী করে নেওয়া যায় ততই আত্মীয়ের সন্নিকটে আসা যায়। এভাবেই পিতা মাতার অন্তরের অন্তরতম হয়ে একাত্ম হয়ে ওঠাই সন্তানের জীবনের পরম সার্থকতা। সুভাষচন্দ্র এই সার্থক জীবনেরই অধিকারী ছিলেন। তিনি পিতা মাতাকে পরম গুরু রূপে বরণ করে নিয়ে জগতের মাধুর্য আস্বাদন করবার পাশাপাশি ভাগবতী মাধুর্যকেও আস্বাদন করেছেন। তাই তো পিতা-মাতার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রেরণার শক্তি -চেতন সামর্থ্য হয়ে সুভাষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে। এই ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী হয়ে তিনি পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজের জ্যোতির্ময় জীবনকে ব্যক্ত করেছেন। সুভাষচন্দ্রের অসমাপ্ত আত্মজীবনী। ভারত পথিক এই গ্রন্থে তিনি পিতা জানকীনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমার বাবা ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ২৮ শে মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন আর আমার মা ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতার এলবার্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (তখন এন্টান্স বলা হত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কিছুকাল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও জেনারেল এসেমব্লিস্ ইনস্টিটি উশন এ (বর্তমানে যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) পড়াশুনা করেন। তারপর কটকে গিয়ে র‍্যাভেনশ কলেজের স্নাতক হন। আইন পরীক্ষা দেবার জন্য তাঁকে এরপর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এই সময়েই তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তাঁর ভাই কৃষ্ণ বিহারী সেন ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের মতো ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। রেক্টর কৃষ্ণবিহারী সেনের ইলবার্ট কলেজে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কটকে ফিরে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে কটক মিউনিসিপ্যালিটির তিনিই প্রথম নির্বাচিত বেসরকারী চেয়ারম্যান।১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তিনি Government Pleader Public Prosecutor -এর লাভ করেন।১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন ও রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। জেলাশাসকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ ঘটায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি উভয় পদেই ইস্তফা দেন, আর এর ১৩ বছর পরে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি দমননীতির প্রতিবাদস্বরূপ রায় বাহাদুর উপাধিও বর্জন করেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড -এর মতন জনসেবামূলক প্রতি ষ্ঠানের সঙ্গেই যে তিনি শুধু জড়িত ছিলেন এমন নয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কটক ইউনিয়ন ক্লাবের মত শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। তাঁর দান-ধ্যানও কম ছিল না, দরিদ্র ছাত্রেরা সাহায্যের আশায় নিয়মিত তাঁর কাছে আসত। যদিও তাঁর দানের বেশির ভাগটাই যেত উড়িষ্যায়, তবু নিজ বাসভূমির কথা তিনি বিস্মৃত হননি। সেখানে বাবা ও মা-এর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঠাগার তৈরি করেন। স্বদেশীর প্রতিও তাঁর দৃঢ় সমর্থন ছিল, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যোগ দিতেন। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি কোনদিন অংশগ্রহণ করেননি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দো লন শুরু হবার পর কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যসূচী, যেমন খাদি ও জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। বরাবরই তিনি ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ, এবং দু- দুবার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলে। তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন শাক্ত, দ্বিতীয়জন বৈষ্ণব। তিনি কয়েক বছর স্থানীয় Theosophical League -এর সভাপতিও হন। দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্যও তাঁর হৃদয়ে কোমল একটা স্থান ছিল, সেজন্য মৃত্যুর আগে পুরোনো ভৃত্য ও অন্যান্য পোষ্যদের ভরণপোষণের জন্য তিনি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। আমার বাবা তাঁর যৌবনে এই প্রেরণা লাভ করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগরের মতো ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কেশবচন্দ্র যেখানেই গেছেন, জনগণ তাঁকে অনুসরণ করেছে। বাস্তবিকই, তখন তিনি যুগনায়ক। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা, সমগ্র সমাজে, বিশেষত তরুণ সম্প্রদায়ের নীতি বোধকে জাগ্রত করে তুলেছিল। অন্যান্য ছাত্রের মতন, আমার বাবাও তাঁর সম্মোহনী প্রভাবে পড়েছিলেন, এবং এমন একটা সময়ও এসেছিল যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের কথা চিন্তা করেন। সে যাই হোক, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে আমার বাবার জীবন ও চরিত্রের উপর কেশবচন্দ্রের একটি স্থায়ী প্রভাব ছিল। সুদূর কটকে, তাঁর বাড়ির দেওয়ালে এই মহাপুরুষের প্রতিকৃতি শোভা পেত।

ভারত - দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ

অনিকেত নস্কর

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, লেখক এবং সন্ন্যাসী পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকমন করেন ৪ জুলাই, ১৯০২ সালে। সমাজ সংস্কারক চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজের ভাষায়, স্বামী বিবেকানন্দের নির্ভীক দেশাত্মবোধ সারা ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের যতটা অবদান রেখেছিলেন, ততটা অন্য কেউ এককভাবে রাখতে পারেননি। বিবেকানন্দ ভারতের সর্বব্যাপী দারিদ্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যই ভারতে জাতীয় নবজাগরণের প্রয়োজন আছে। তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা ভারতীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবিত করে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, বিবেকানন্দ ভারতকে আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগরিত করেন।

মহাত্মা গান্ধীর মতে বিবেকানন্দ ছিলেন সেই অল্প কয়কজন ধর্মসংস্কারকদের একজন যিনি হিন্দুধর্মের প্রথা ও রীতিনীতির মৃত শাখাপ্রশাখাগুলিকে ছেঁটে ফেলে হিন্দুধর্মের সৌন্দর্য রক্ষা করেন। বিবেকানন্দের রচনা তাঁর দেশপ্রেম হাজারগুণ বৃদ্ধি করেছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেন, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম ও ভারতকে রক্ষা করেছিলেন।

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা।

বিবেকানন্দ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বাঘা যতীন প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অলডাস হাক্সলি, ক্রিস্টোফার ইশারউড, রোম্যাঁ রোলাঁ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীকে বিবেকানন্দের রচনা অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর বহু বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁকে লিখেন, ভারতকে জানতে চাইলে বিবেকানন্দের লেখা

শিয়ালদহের বি.আর. সিং হাসপাতাল ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে একটি বিশাল স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ চলমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, শিয়ালদহের বি.আর. সিং হাসপাতাল ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে একটি বহুমুখী

স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। রেল কর্মী, তাঁদের পরিবার এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিসকদের পরামর্শ ও বিশেষ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি, এই শিবিরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অভিযানের প্রচারের মঞ্চ হিসেবেও কাজ করেছে। বি.আর. সিং হাসপাতাল এখানে 'যক্ষ্মামুক্ত ভারত অভিযান' (TB Mukt Bharat Abhiyan)-এর ওপর একটি সচেতনতামূলক সেশনের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি, জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উচ্চমান বজায় রাখার লক্ষ্যে ডায়মন্ড হারবার স্টেশনের 'রানিং রুম'-এর রান্নাঘর এবং খাবারের দোকানগুলোও পরিদর্শন করা হয়। একটি অনন্য ও অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে, এই শিবিরের সুবিধা কেবল নিয়মিত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও এর আওতায় আনা হয়েছে, যাতে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায় এবং সেবার সুফল প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

মালদার মুকুটে নয়া পালক আশাপুরের 'জিআই' তকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ জুলাইঃ আমের জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে মালদার। এবার সেই জেলার মুকুটে জুড়ল আরও এক নতুন পালক। চাঁচল-১ ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের আশাপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী আশাপুর বেগুন পেয়েছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির ফলে শুধু সরকারি স্বীকৃতিই নয়, আইনি সুরক্ষাও পেল জেলার এই ঐতিহ্যবাহী কৃষিপণ্য। খুশির হাওয়া কৃষক মহল থেকে জেলা প্রশাসন- সর্বত্র। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জিআই নম্বর ৯৯২, ক্লাস-৩১ (বেগুন) বিভাগে আশাপুর বেগুনের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরের ২৭ মার্চ, ২০২৬ চেন্নাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জিআই শংসাপত্র জারি করা হয়। এই স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। আশাপুর বেগুনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতি এবং আশাপুর এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্কের প্রমাণ তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তথ্য ও নথি সংগ্রহ, মাঠপর্যায়ে যাচাই এবং কৃষক, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিস্তৃত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। সেই প্রচেষ্টার ফলেই মিলেছে এই কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি। জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, ''আশাপুর বেগুনের জিআই স্বীকৃতি মালদা জেলার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এর ফলে চাঁচল-১ ব্লক ও সংলগ্ন এলাকার কৃষকরা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।'' অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীনিবাস পাটিল জানান, স্থানীয় কৃষিপণ্যের উন্নয়ন এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় জেলা প্রশাসনের ধারাবাহিক উদ্যোগের এটি একটি বড় সাফল্য। মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান দৃষ্যান্ত কুমার রাঘব বলেন, ''আকার, স্বাদ, গুণমান এবং ঐতিহ্যবাহী চাষপদ্ধতির জন্যই আশাপুর বেগুন এই স্বীকৃতি পেয়েছে। জিআই স্বীকৃতির ফলে দেশ-বিদেশে এর পরিচিতি আরও বাড়বে। কৃষকরা উৎপাদিত বেগুনের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার পাশাপাশি সাধারণ বেগুনের তুলনায় বেশি দাম পাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হবে।'' মোল্লার চাঁচোল এর আশাপুরের বেগুন চাষিরা একটি সংগঠন তৈরি করে বহুদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় জি আই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আবেদন করে যাচ্ছেন। অবশেষে তাঁরা স্বীকৃতি পেলেন। দীর্ঘদিন ধরেই মালদার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কৃষিপণ্য হিসেবে পরিচিত আশাপুর বেগুন। বহুদিনের দাবির পর অবশেষে মিলল জিআই স্বীকৃতি।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম মেমু ট্রেন পরিসেবার শুভ উদ্বোধন

মালিগাঁও, ৪ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলের প্রথম 'মেনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট' (মেমু) ট্রেন পরিষেবা শুরু করার মাধ্যমে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাত্রীবাহী রেল পরিবহনের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ৭৫৬৭৯ /৭৫৬৮০ (আগরতলা-করিমগঞ্জ-আগরতলা) মেমু ট্রেনের যাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন। যে ট্রেনটি আগে ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) পরিষেবা হিসেবে চলেছিল, সেটিকে এখন সফলভাবে নতুন মেইনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (মেমু)-তে রূপান্তর ও উন্নীতকরণ করা হয়েছে এই রুটে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি সমগ্র অঞ্চলের রেলপথে দ্রুত বৈদ্যুতিকরণের পর আধুনিকীকরণ, স্থিতিশীল পরিবহন ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুশান্ত চৌধুরী, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ এবং ভোক্তা বিষয়ক, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ (রাজ্যসভা) মিনা রানি সরকার, বিধায়ক-এর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদের উপস্থিতিতে ফ্ল্যাগিং-অফ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম মেমু পরিষেবা শুরু হওয়া একটি দ্রুততর, পরিচ্ছন্ন এবং অধিকতর দক্ষ রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এক যুগান্তকারী সাফল্য। ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) ট্রেনের বিপরীতে, মেমু ট্রেন পরিষেবা বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে চলে, যা এগুলিকে পরিচালন ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব, শক্তি-সাশ্রয়ী এবং সুলভ করে তোলে। মেমু ট্রেনগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি ও হ্রাসের ক্ষমতা অত্যন্ত উন্নত, যার ফলে স্টেশনগুলোর মধ্যে দ্রুত চলাচল সম্ভব হয় এবং সাব-আরবান ও কম দূরত্বের রুটে সামগ্রিক যাত্রা সময় কমে আসে। এগুলি যাত্রাকে আরও সুগম, কম শব্দ, রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস এবং যাত্রার সময় শূন্য নির্গমন নিশ্চিত করে এর ফলে পরিবেশ-বান্ধব ও ধারাবাহিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলেওয়ের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অবদান রাখে। নতুন আগরতলা-করিমগঞ্জ- আগরতলা মেমু ট্রেন পরিষেবাটি ত্রিপুরা এবং অসমের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, আরামদায়ক ও অধিক পরিবেশ-বান্ধব মাধ্যম হিসেবে দৈনিক যাত্রী, শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা জনগণদের যাতায়াত সহজতর করবে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করবে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। এই পরিষেবাটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীদের যাতায়াত সুবিধাজনক করে স্থানীয় বাণিজ্যকে সহায়তা করবে এবং একই সাথে সড়কপথের তুলনায় রেল পরিবহনের ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম মেমু ট্রেন হিসেবে এই অগ্রণী পদক্ষেপটি রেল পরিকাঠামোর রূপান্তর, যাত্রী অভিজ্ঞতার উন্নয়ন এবং আধুনিক, ধারাবাহিক ও গ্রাহক-কেন্দ্রিক রেল পরিষেবার মাধ্যমে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে- এর দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।

রাস্তা সংস্কার ও বেদখল জমি উদ্ধারে জেলা পরিষদের মেগা পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৪ জুলাই ঃ রাজনৈতিক পালাবদলের পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদে এবার প্রশাসনিক সমন্বয় ও উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। জেলা পরিষদের সতীশ সামন্ত সভাকক্ষে আয়োজিত সাধারণ সভা থেকে জেলার উন্নয়নকে আরও গতিশীল করার বার্তা দেওয়া হল। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে গ্রামীণ পরিকাঠামোর ভোলবদল, বর্ষার দুর্ভোগ মোকাবিলা এবং সরকারি সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মত একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। সম্প্রতি জেলা পরিষদের তৃণমূলের সভাধিপতি ও সহ-সভাপতির পদত্যাগের পর নিয়ম মেনে নতুন সভাধিপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বিজেপি নেতা বামদেব গুছাইত। দায়িত্বভার গ্রহণের পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম সাধারণ সভা। স্বভাবতই এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার, কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী, বিভিন্ন ব্লকের বিধায়ক, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। বর্ষার মরশুমে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে জেলার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ও ভেঙে পড়া গ্রামীণ রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ষায় জল জমার সমস্যা দূর করতে নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হবে। পরিকাঠামোগত ঘাটতি থাকা এলাকাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা পরিষদের নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে আয়ের নতুন উৎস খোঁজা হবে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে বেদখল হয়ে থাকা জেলা পরিষদের কোটি কোটি টাকার জমি ও সম্পত্তি চিহ্নিত করে তা দ্রুত উদ্ধার করতে প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী

জানান, বর্ষাকালে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। রাস্তা মেরামত ও নিকাশি সচল করার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না। জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একযোগে লড়তে হবে। অন্যদিকে, সভাধিপতি বামদেব গুছাইত এই বৈঠককে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে বলেন, জেলা পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা খোলামেলা পরিবেশে এলাকার সমস্যা ও ঘাটতিগুলি সরাসরি তুলে ধরার সুযোগ পেলেন। এই সমন্বয় আগামীদিনে উন্নয়নের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে পূর্ব মেদিনীপুরের সামগ্রিক স্বার্থে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের এই যৌথ কর্মপরিকল্পনা জেলাবাসীর মনে এক নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে।

১২৫ দিনের কাজ শুরু, খুশির হাওয়া মুর্শিদাবাদের শ্রমিক মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ জুলাই ঃ রাজ্যে এখন ১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজ শুরু

হয়েছে। আর এই কাজ পেয়ে খুশির হাওয়া মুর্শিদাবাদের শ্রমিক মহলে। অবশেষে মুর্শিদাবাদের ১২৫ দিনের কাজের সূচনা করা হয়েছে। প্রসাদ পুর গ্রামে ইতি মধ্যেই শুরু হয়েছে কাজ। দৈনন্দিন ৩২৫ টাকা মজুরি দেওয়া হবে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে শিল্প না থাকার না কারণে শ্রমিকরা বাইরে যেতে চান কাজের জন্য। তবে ১২৫ দিনের কাজ শুরু হতেই খুশি প্রকাশ করেছেন। গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া সংশোধিত মজুরির হার ৩৪ টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং মজুরি অঞ্চলে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দৈনিক ৩০০ টাকার একটি নতুন অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তি মজুরির হার চালু করা হয়েছে, যাতে এই কর্মসূচির অধীনে কোনও বিজ্ঞাপিত মজুরি এই স্তরের নীচে নেমে না আসে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সারাদেশে মজুরির হারের গড় বৃদ্ধি ১০ শতাংশের বেশি। মন্ত্রক জানিয়েছে, এই আইনটি যোগ্য গ্রামীণ পরিবারগুলিকে ১২৫ দিন পর্যন্ত সবেতন কর্মসংস্থানের আইনি নিশ্চয়তা প্রদান করে, যেখানে বর্তমান গ্রামীণ কর্মসংস্থান কাঠামোর অধীনে এই সুবিধা ছিল ১০০ দিন। এতে বলা হয়েছে, ২১ টি রাজ্য এবং প্রশাসনিক ইউনিটকে ৩০০ টাকার নতুন অন্তর্বর্তীকালীন মূল মজুরির হারের আওতায় আনা হয়েছে, যেখানে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের মতো রাজ্যগুলিতে ১৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি পাবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে সর্বোচ্চ প্রায় ২৪.৫ বৃদ্ধি হবে। MGNREGA প্রতিদিনের মজুরি ছিল ২৯৮.৮ টাকা। এ বার থেকে তা ন্যূনতম ৩০০ টাকা করা হলে। শ্রমিকদের খুশি করতে দৈনিক মজুরিও বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র। আগে সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ২৪১ টাকা। ন্যূনতম মজুরির জাতীয় গড় ছিল ২৯৮.৮০ টাকা। এখন তা বেড়ে হল ৩২৭.৪০ টাকা। তবে এক একটি রাজ্যে একেক রকম মজুরি হলেও কোনো রাজ্যই তা ৩০০ টাকার কম করতে পারবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যে আগেই তুলনামূলক বেশি মজুরি ছিল, সেখানেও নতুন সংশোধিত হার কার্যকর হচ্ছে। হরিয়ানায় দৈনিক মজুরি ৪০৯ টাকা, গোয়ায় ৪০৬ টাকা, কেরলে ৪০১ টাকা এবং সিকিমের উচ্চ পার্বত্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে দৈনিক মজুরি। তবে মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই কাজ হতেই খুশি এখন শ্রমিকরা।

ঝাড়খন্ড থেকে বিপুল পরিমান অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বুলেট! গ্রেপ্তার দুই যুবক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ জুলাই ঃ শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার পুলিশ আমতলা মোড় এলাকা থেকে দুই যুবককে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং ম্যাগাজিন সহ গ্রেপ্তার করল । পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম আসাদুল শেখ (৩১), তার বাড়ি সাগরপাড়া থানার পূর্ব কাজীপাড়া গ্রামে এবং মুকশেদুল হোসেন (২৭), তার বাড়ি ইসলামপুর থানার ফিরোজপুর গ্রামে। ধৃত দুই যুবকের হেফাজত থেকে লালগোলা থানার পুলিশ তিনটি ৭ এমএম পিস্তল, ছ'টি ম্যাগাজিন এবং ২১ রাউন্ড বুলেট উদ্ধার করেছে। এর পাশাপাশি যে মোটরসাইকেল করে এই আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করা হচ্ছিল পুলিশ সেটিকেও আটক করেছে। ধৃত দুই যুবককের আট দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে শনিবার তাদের লালবাগ এসিজেএম আদালতে পেশ করা হচ্ছে। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান ,শুক্রবার রাত একটা নাগাদ তাঁরা গোপন সূত্রে খবর পান দু'জন যুবক ঝাড়খন্ড থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র , ম্যাগাজিন এবং গুলি নিয়ে একটি মোটরসাইকেল করে ডোমকলের দিকে যাচ্ছে। গোপন সূত্রপ্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নাকা তল্লাশির সময় একটি মোটরসাইকেল আমতলা মোড় এলাকায় আটক করে। এরপর ওই বাইকে সওয়ার দুই যুবককে তল্লাশি করতেই তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় তিনটি অত্যাধুনিক ৭ এমএম আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমান গুলি এবং ম্যাগাজিন। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্ত আমরা জানতে পেরেছি ধৃত ওই দুই যুবক ঝাড়খন্ড থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি জোগাড় করেছিল। এরপর পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তারা ট্রেন বা বাস ব্যবহার না করে একটি মোটরসাইকেলে করে মুর্শিদাবাদে নিজেদের গ্রামে ফিরে

আসছিল। লালগোলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগে থেকেই আমতলা মোড় এলাকায় নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল। ওই দুই যুবককে গভীর রাতে ওই এলাকা দিয়ে যেতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটক করে তল্লাশি শুরু হয়। তখনই আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়েছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সাম্প্রতিক সময় রাজ্যে বা জেলায় বড় কোনও নির্বাচন নেই। তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর একাধিক পুরসভা এবং পঞ্চায়েতে টালমাটাল অবস্থা চলছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনা হচ্ছে। পুলিশের অনুমান এই আগ্নেয়াস্ত্র এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য ওই দুই যুবক নিয়ে যাচ্ছিল। এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িয়ে রয়েছে লালগোলা থানার পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে তৈরি হচ্ছে আধুনিক পার্কিং জোন, পরিদর্শনে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা বিধান রোডের

দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা মেটাতে বড় পদক্ষেপ করল প্রশাসন। এই উদ্দেশ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডকে একটি আধুনিক পার্কিং জোন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শনিবার প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শন করেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই পরিদর্শনকালে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি ট্রাফিক , ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার। পরিদর্শন চলাকালীন পার্কিং জোনের পরিকাঠামো, যানবাহনের প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, এই পার্কিং জোনটি চালু হলে এখানে একসঙ্গে শত শত দু'চাকা ও চার চাকার গাড়ি পার্ক করা যাবে। পুরনিগম নির্ধারিত নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে সাধারণ মানুষ নিরাপদে তাঁদের যানবাহন রাখতে পারবেন। এর ফলে বিধান রোডের ধারে গাড়ি পার্কিং করার প্রবণতা অনেকটাই কমবে। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট ও হংকং মার্কেটে প্রতিদিন দার্জিলিং, কালিম্পং সহ বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা এবং সিকিম থেকে প্রচুর মানুষ কেনাকাটা করতে আসেন। পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের জায়গা না থাকায় দীর্ঘ দিন ধরে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে এই আধুনিক পার্কিং জোনটি তৈরি হলে সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ী- উভয়পক্ষই বড়সড় স্বস্তি পাবেন।

বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেওয়ার নিয়মে বড় বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ জুলাই ঃ বীরভূম জেলার অন্যতম তীর্থভূমি তারাপীঠ মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে। গঠিত হয়েছে মোট ১৭ জনের একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিচালনা কমিটি। তবে নতুন কমিটিতে স্থান পাননি পুরনো কমিটির কোনও সদস্য। সম্প্রতি পুরনো কমিটি সম্পূর্ণ ভেঙে এই নতুন কমিটি গঠন করা হয়, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এত দিন টাকা দিলেই চটজলদি মিলত মা তারার দর্শন। অন্যদিকে ভিআইপি লাইন চালানোর জন্য সাধারণ লাইনে দাঁড়িয়ে পুণ্যার্থীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত। এই নিয়ে বহু দিন থেকেই ক্ষোভ ছিল তারাপীঠ মন্দিরে আগত ভক্তদের মধ্যে। একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে প্রশাসনিক দফতরে। সেই কারণে পূর্বতন জেলাশাসক বিধান রায় সেবাইতদের নিয়ে বৈঠক করে নিয়ম করেছিলেন, এক ঘণ্টা সাধারণ লাইনের পর বিশেষ লাইনের ভক্তদের ৫০০ টাকার কুপন কেটে প্রবেশ করাতে হবে। তবে প্রাক্তন জেলাশাসকের কথাকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলেছে টাকার খেলা এমনটাই অভিযোগ ছিল ভক্তদের। রাজ্যে পালাবদলের পর বিশেষ দর্শনের নামে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়েছে। সেই টাকার হিসাবে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন বর্তমান জেলাশাসক। আর্থিক অনিয়মের তদন্তের জন্য ভেঙে ফেলা হল পুরনো কমিটি। নতুন কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক হয়েছেন পুলক চট্টোপাধ্যায়। নতুন কমিটি একগুচ্ছ সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এত দিন এক বা দু'হাজার টাকার টিকিটের বিনিময়ে যে বিশেষ লাইনে দ্রুত পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, সেটা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল করা হয়েছে। এখন থেকে সাধারণ দর্শনার্থীদের লাইন বেশি প্রাধান্য পাবে। আগে ৫০০ টাকার কুপন থেকে মন্দির কমিটি পেত মাত্র ১০০ টাকা, আর বাকি টাকা ভাগ হত পালাদার সেবাইত ও পাণ্ডাদের মধ্যে। এবার থেকে কুপনের ৫০০ টাকার পুরোটাই জমা হবে মন্দিরের নিজস্ব ফান্ডে। এছাড়াও কৌশিকী অমাবস্যার পরে নতুন রূপে সেজে উঠবে মন্দির বলে জানিয়েছে নতুন কমিটি।

শ্রাবণী মেলায় একাধিক সেবা শিবির ও সহায়তা কেন্দ্রের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারকেশ্বর, ৪ জুলাই ঃ তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি জোরকদমে, একাধিক সেবা শিবির ও সহায়তা কেন্দ্রের ঘোষণা শ্রাবণী মেলাকে সামনে রেখে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের ধাম পর্যন্ত ভক্তদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতির কথা জানালেন তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান। শনিবার সাংবাদিকদের সামনাসামনি হয়ে তিনি জানান, শেওড়াফুলি থেকে তারকনাথ মন্দির পর্যন্ত মোট ৪টি সেবা শিবির এবং ১৬ টি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে থাকবে মেডিকেল টিম, প্রাথমিক চিকিৎসা, পানীয় জলসহ ভক্তদের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। এছাড়াও একটি বড় কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হবে, যেখান থেকে পুরো যাত্রাপথের উপর নজরদারি চালানো হবে। বিধায়ক আরও জানান, পিডব্লিউডি এবং কেএমডিএ-র উদ্যোগে যাত্রাপথের রাস্তার সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি শেওড়াফুলি এলাকার বিভিন্ন ঘাটের সংস্কার ও মেরামতির কাজও চলছে। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত যেসব বিধানসভা এলাকা পড়বে, সেখানকার প্রতিটি বিধায়ক নিজ নিজ এলাকায় সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, যাতে জলযাত্রীরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে তারকনাথের ধামে পৌঁছাতে পারেন। এদিন বিধায়ক সন্তু পান জানান, আগামী ১৫ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে সরেজমিনে পুরো প্রস্তুতি পরিদর্শনে আসবেন বলেও জানানো হয়েছে। এবারের শ্রাবণী মেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমের কথা মাথায় রেখে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগে নিরাপত্তা ও পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টিস্নাত পুরী

ভুবনেশ্বর, ৪ জুলাই ঃ শনিবার ভোর থেকেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে জগন্নাথ ধাম পুরীতে। তবে শুধু শনিবার নয়, রবিবারও আবহাওয়া এমনটাই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বৃষ্টির মধ্যেও ভক্তদের আনাগোনা চলছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসনও। এদিন ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সম্বলপুর, বৌধ, কালাহান্ডি, সোনপুর ও আঙ্গুলের মতো জেলাগুলির জন্য আগামী ২৪ ঘণ্টায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘণ্টায় বারগ। জেলার সোহেলায় সর্বোচ্চ ২০২ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর

খাবার-দাবার

দেখতে টাটকা মানেই মিষ্টি নয়! বাজারে জাম কেনার আগে এই ৬টি কৌশল জানলে আর ঠকবেন না

গ্রীষ্মের শেষভাগ এবং বর্ষার শুরুর এই সময়টাতেই বাজার ভরে ওঠে রসালো জামে। স্বাদে অনন্য এই মৌসুমি ফল শুধু জিভের তৃপ্তিই দেয় না, শরীরের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। অ্যান্টি - অক্সিড্যান্ট , ভিটামিন সি, আযরন, ফাইবারসহ নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর জাম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমশক্তি উন্নত করতে এবং শরীরকে সতেজ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বাজারে গিয়ে অনেকেই একটি সাধারণ সমস্যার মুখোমুখি হন। দেখতে চকচকে ও আকর্ষণীয় হলেও বাড়িতে এনে খাওয়ার পর দেখা যায় জামটি কষযুক্ত, অতিরিক্ত টক কিংবা একেবারেই স্বাদহীন। আসলে শুধু বাইরের সৌন্দর্য দেখে ভালো জাম চেনা সম্ভব নয়। কয়েকটি সহজ বিষয় খেয়াল রাখলেই খুব সহজে মিষ্টি, রসালো এবং টাটকা জাম বেছে নেওয়া যায়। জেনে নিন সেই কার্যকর উপায়গুলো।

১. প্রথমেই নজর দিন জামের রঙে- ভালোভাবে পাকা জামের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো তার রং। সাধারণত উকৃষ্ট মানের পাকা জামের রং হয় গাঢ় বেগুনি থেকে প্রায় কালো। এই ধরনের জামের স্বাদ বেশি মিষ্টি এবং শাঁসও তুলনামূলকভাবে রসালো হয়। অন্যদিকে যদি জামের গায়ে হালকা বেগুনি, গোলাপি বা সবুজাভ আভা দেখা যায়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় ফলটি পুরোপুরি পাকেনি। এমন জাম সাধারণত বেশি টক, কষযুক্ত এবং খেতে ততটা সুস্বাদু হয় না। তাই কেনার আগে রঙ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

২. অতিরিক্ত চকচকে জাম কিনতে সতর্ক থাকুন-বাজারে অনেক বিক্রেতাই ফলকে আরও আকর্ষণীয় দেখাতে তার ওপর বারবার জল ছিটিয়ে রাখেন। ফলে জাম স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি চকচকে দেখায়। অনেক

ক্রেতাই এই চকচকে ভাবকে টাটকা ফলের লক্ষণ মনে করেন, যা সব সময় সঠিক নয়। ভালো জামের গায়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা থাকবে, তবে তা যেন অস্বাভাবিকভাবে ঝকঝকে না হয়। সতেজ ও প্রাকৃতিক চেহারার জাম বেছে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ সিদ্ধান্ত।

৩. মাঝারি বা বড় আকারের জাম বেছে নিন-জামের আকারও এর গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা দেয়। খুব ছোট আকারের জামে সাধারণত শাঁস কম থাকে এবং অনেক সময় স্বাদও ততটা উন্নত হয় না। অন্যদিকে মাঝারি কিংবা বড় আকারের জামে শাঁস বেশি, রসও বেশি থাকে। এগুলো সাধারণত মিষ্টি এবং খেতে অনেক বেশি সুস্বাদু হয়। তাই সম্ভব হলে মাঝারি বা বড় আকারের জাম কেনার চেষ্টা করুন।

৪. হালকা চাপ দিয়ে বুঝে নিন জামের অবস্থা-জাম কেনার সময় হাতে নিয়ে খুব আলতোভাবে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। যদি ফলটি অত্যন্ত শক্ত মনে হয়, তাহলে সেটি এখনও কাঁচা থাকার সম্ভাবনা বেশি। আবার যদি খুব বেশি নরম লাগে বা চাপ দিলেই দেবে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ফলটি অতিরিক্ত পেকে গেছে অথবা নষ্ট হওয়ার পথে রয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের জাম হবে এমন, যা সামান্য নরম হলেও যথেষ্ট দৃঢ় থাকবে। এই ধরনের জাম সাধারণত মিষ্টি, রসালো এবং খেতে সবচেয়ে ভালো হয়।

৫. ডাঁটি দেখেই বোঝা যায় কতটা টাটকা-জামের সতেজতা বোঝার আরেকটি সহজ উপায় হলো তার ডাঁটি পরীক্ষা করা। যদি ডাঁটি সবুজ, শক্ত এবং টাটকা দেখায়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় ফলটি সম্প্রতি গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ডাঁটি যদি শুকিয়ে বাদামি বা কালচে হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে জামটি বেশ কিছুদিন আগে তোলা হয়েছে। দীর্ঘদিন সংরক্ষিত ফলের স্বাদ ও গুণমান দুই-ই কমে যেতে পারে।

৬. গন্ধেই মিলবে আসল পরিচয়-ভালো মানের পাকা জামের একটি স্বাভাবিক, হালকা মিষ্টি এবং সতেজ সুবাস থাকে। এই গন্ধ ফলটির তাজা অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে যদি টক, গাঁজন ধরা কিংবা অস্বাভাবিক কোনও গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে সেই জাম না কেনাই ভালো। এমন গন্ধ সাধারণত ফল নষ্ট হওয়ার লক্ষণ অথবা দীর্ঘদিন সংরক্ষণের কারণে তৈরি হয়।

জাম কেনার সময় আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখুন- যেসব জামের গায়ে ফাটল, ছিদ্র বা পচা দাগ রয়েছে, সেগুলো এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত চ্যাপ্টা বা থেঁতলে যাওয়া জাম দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সম্ভব হলে এমন দোকান থেকে জাম কিনুন যেখানে ফলের বিক্রি বেশি হয়। এতে তুলনামূলকভাবে টাটকা ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বাড়িতে এনে পরিস্কার জলে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর খাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। শেষ কথা- জাম এমন একটি মৌসুমি ফল, যার স্বাদ পুরোপুরি নির্ভর করে সঠিক ফলটি বেছে নেওয়ার ওপর। শুধু চকচকে বা বড় দেখলেই ভালো জাম হবে-এমন ধারণা সব সময় ঠিক নয়। বরং রং, আকার, শক্তভাব, ডাঁটির অবস্থা এবং প্রাকৃতিক গন্ধ-এই কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখলেই সহজেই মিষ্টি, রসালো ও টাটকা জাম চিনে নেওয়া সম্ভব। তাই পরেরবার বাজারে জাম কিনতে গেলে এই সহজ কৌশলগুলো মনে রাখুন। তাতে প্রতিবারই বাড়ি ফিরবেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর জামের সেরা সংগ্রহ নিয়ে।

বিশ্বমঞ্চে আয়ুর্বেদের নতুন অধ্যায়, বাঙালি অর্থনীতিবিদের নীল নকশায় ২০৪৭-এর গ্লোবাল রোডম্যাপ

নয়াদিল্লি,৪ জুলাই ঃ ভারতীয় আয়ুর্বেদকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ সামনে এল। নীতি আয়োগ প্রকাশ করেছে আয়ুর্বেদের দীর্ঘমেয়াদি গ্লোবাল রোডম্যাপ, যার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আয়ুর্বেদকে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেছেন বিশিষ্ট বাঙালি অর্থনীতিবিদ ড. অশোক কুমার লাহিড়ী। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নীতিপত্র আগামী দুই দশকে আয়ুর্বেদের বিশ্বায়নের ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠতে পারে। ভারতে বহু রাজ্য ইতিমধ্যেই আয়ুর্বেদকে অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গা৷ তুলেছে। কেরল দীর্ঘদিন ধরেই আয়ুর্বেদভিত্তিক স্বাস্থ্যপর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। রাজস্থান ও গুজরাতও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদের বিকাশ অনেকটাই থমকে গিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। ড. অশোক কুমার লাহিড়ীর মতে, আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র একটি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, এটি একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অন্যতম মূল্যবান জ্ঞানসম্পদ। তাঁর বক্তব্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং সুসংগঠিত নীতির মাধ্যমে আয়ুর্বেদকে বিশ্ব স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করা সম্ভব।এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরাও। অধ্যাপক ডা. অবিচল চট্টোপাধ্যায় বলেন, বর্তমান বিশ্বে শুধু কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি থাকলেই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী নীতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক কৌশল এবং স্বাস্থ্য কূটনীতি। এই রোডম্যাপ আয়ুর্বেদের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। নীতিপত্রে ২০৪৭ সালের জন্য একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হলো ‘ আয়ুর্বেদ রেজিস্ট্রি’ গঠন। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের

আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা সংস্থাগুলিকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেমন বাড়বে, তেমনি গবেষণা ও তথ্য আদান-প্রদানও আরও সহজ হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়ুর্বেদ ও যোগচর্চার প্রসারে ‘ ফেডারেশন ফর আয়ুর্বেদ অ্যান্ড যোগা’ গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। বিদেশি বাজারের চাহিদা মাথায় রেখে পৃথক ‘ এডিশন আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়া’তৈরির প্রস্তাবও রয়েছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা পর্যটন এবং গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং-সবকিছুকে একত্রিত করে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদিক চিকিসক ডা. বিশ্বজিৎ ঘোষ মনে করেন, সুপরিকল্পিত সরকারি নীতির কারণেই আজ চাইনিজ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর মতে, একই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আয়ুর্বেদও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিতে পারবে। এতে শুধু ভারতীয় চিকিসা ব্যবস্থার মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে না, দেশজুড়ে আয়ুর্বেদ চিকিসকদের পেশাগত স্বীকৃতি, গবেষণার সুযোগ এবং কর্মসংস্থানও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বহু দেশে আয়ুর্বেদ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হলেও অভিন্ন শিক্ষাকাঠামো, ওষুধের আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণাভিত্তিক তথ্যভান্ডার এবং বৈশ্বিক স্বীকৃতির অভাব এতদিন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নীতি আয়োগের নতুন গ্লোবাল রোডম্যাপ সেই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যেই তৈরি হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, আগামী দুই দশকে আয়ুর্বেদ শুধু ভারতের ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবেই নয়, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যব্যবস্থারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বীকৃত স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

পুণে হত্যাকাণ্ডে নতুন মোড়!

পুণে, ৪ জুলাই ঃ পুণের বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সামনে এল নতুন রহস্য। অভিযুক্ত সিয়া গোয়েল এবং তাঁর এক অজ্ঞাতপরিচয় ‘ মধ্যে হওয়া একটি কথোপকথন প্রকাশ্যে আসার পর তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ভাইরাল হওয়া ওই চ্যাটে বিয়ে নিয়ে একাধিক ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া গিয়েছে, যা তদন্তকারীদের বিশেষভাবে ভাবাচ্ছে। চ্যাটের সত্যতা এখনও ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে, তবে এরই মধ্যে ওই অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেছে তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, ভাইরাল চ্যাটে সিয়া এবং তাঁর বন্ধুর মধ্যে কিছুটা সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই কথোপকথনে সিয়ার প্রেমিক চেতন চৌধুরী-ও যুক্ত ছিলেন। যদিও এই তথ্য এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি, তদন্তকারীরা ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে বিষয়টি যাচাই করছেন। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে চ্যাটের একটি বার্তা। সেখানে সিয়া তাঁর বন্ধুকে লিখেছেন, বিয়ের জন্য বিমানের টিকিট কাটতে হবে। আধার কার্ডের ছবিটা পাঠিয়ে দিস। যদিও ওই বিয়ে কোনওদিন হবে না। তদন্তকারীদের মতে, এই মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কারণ এটি ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই কথোপকথনটি কেতন বিশাল আগরওয়ালের মৃত্যুর প্রায় তিন সপ্তাহ আগে হয়েছিল। সেই কারণেই তদন্তকারীরা এটিকে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করছেন। তবে ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই চ্যাটের সত্যতা বা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও চূ।ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়নি। এদিকে, ভাইরাল চ্যাটে উল্লেখ থাকা অজ্ঞাতপরিচয় ‘ চিহ্নিত করাও এখন তদন্তের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তিনি কেবল সিয়ার পরিচিত ছিলেন, নাকি গোটা ঘটনার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানতেন-এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছে পুলিশ। প্রয়োজনে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা হতে পারে বলেও তদন্তকারী সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। তদন্তে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিয়া গোয়েল ও কেতন বিশাল আগরওয়ালের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল। আগামী নভেম্বরে তাঁদের বিয়ের দিনও নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিয়ে নিয়ে সিয়ার আপত্তি তৈরি হয়। তদন্তে তিনি দাবি করেছেন, প্রথমে বিয়েতে সম্মতি দিলেও পরে তিনি আর এই সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে চাননি। অভিযোগ, সিয়া তাঁর হবু স্বামী কেতনকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। তবে পরিবারের প্রবল চাপের কারণে তিনি বিয়ে ভাঙার সাহস পাননি। তদন্তকারীদের কাছে দেওয়া বয়ানে সিয়ার দাবি, সেই পরিস্থিতি থেকেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে হাঁটেন। পুলিশের অভিযোগ, কেতনকে হত্যার পরিকল্পনা একদিনে হয়নি। প্রায় এক মাস ধরে পরিকল্পনা করে এই অপরাধ সংঘটিত করা হয়। তদন্তে আরও অভিযোগ, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিয়াকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্তের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই সিয়াকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে গোটা ঘটনার পুনর্গঠন (রেকনস্ট্রাকশন) করা হয়েছে। তদন্তকারীরা ঘটনার প্রতিটি ধাপ, অভিযুক্তদের গতিবিধি এবং সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি মোবাইল ফোন, চ্যাট, কল রেকর্ড.

ফের উপপ্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে আমাদের দেশ

১-র পাতার পর -

এরপর ড. মনমোহন সিংয়ের ১০ বছরের শাসনকাল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টানা ১২ বছরের শাসনকাল-কোনও সময়েই এই পদে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। তবে একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব আবারও উপপ্রধানমন্ত্রী পদ চালু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। যদিও সরকার বা বিজেপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবুও রাজনৈতিক মহলে দুই নেতার নাম সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে। প্রথম নামটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির অন্যতম কৌশলী সংগঠক হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দলের সাংগঠনিক বিস্তার, নির্বাচনী কৌশল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির সাফল্য এবং সরকারের অভ্যন্তরে তাঁর প্রভাব বিবেচনা করেই তাঁকে উপপ্রধানমন্ত্রী করা হতে পারে। দ্বিতীয় নামটি নীতীশ কুমার। বিহারের রাজনীতির অন্যতম অভিজ্ঞ মুখ এবং জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর নেতা হিসেবে তিনি বর্তমানে জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। জেডিইউ-র একাংশ প্রকাশ্যেই দাবি তুলেছে, নীতীশ কুমারকে উপপ্রধানমন্ত্রী করা হলে তা এনডিএ জোটের ভারসাম্য আরও মজবুত করবে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বা বিজেপি নেতৃত্বের মন্তব্য পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি উপপ্রধানমন্ত্রী পদে কাউকে নিয়োগ করা হয়, তবে তা শুধু প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করবে। বিশেষ করে জোট রাজনীতি, ভবিষ্যতের নির্বাচনী সমীকরণ এবং দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে আপাতত সবই জল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য রদবদল এবং উপপ্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে সরকার বা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করেনি। ফলে ২২ বছর পর সত্যিই দেশ আবার উপপ্রধানমন্ত্রী পাবে কি না, তার উত্তর মিলবে আগামী দিনে বিজেপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপরই।

কৌশল প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

১-র পাতার পর -

বেশি দেশে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ ছিল কূটনৈতিক সাফল্যের ফল, যা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাকে অনেক বেশি স্থিতিশীল করেছে। মোদি আরও জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামার কারণে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ভারতীয় তেল সংস্থাগুলির প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। তবে সরকার সেই অতিরিক্ত বোঝা সরাসরি সাধারণ মানুষের উপর চাপাতে দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রতি লিটারে আবগারি শুল্ক ১০ টাকা কমানো হয়, যাতে পেট্রোল ও ডিজেলের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তিনি বলেন, আমরা নিশ্চিত করেছি যে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির চাপ দেশের সাধারণ মানুষের উপর না পড়ে। সরকার নিজেই সেই আর্থিক ভার বহন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের ভোক্তা বাজারে বড় ধরনের মূল্যস্ফীতির ধাক্কা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, সংকটের সময় কিছু মহল গুজব ছড়িয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করার চেষ্টা করেছিল। তবে সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, যারা ভারতের ব্যর্থতা দেখতে চেয়েছিল, তারা আজ হতাশ। ভারত সংকটের মধ্যেও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদিন তিনি ভারতের জ্বালানি পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও আলোকপাত করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, অপরিশোধিত তেল শোধন ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে।

‘তারাতলার মতো বিপর্যয় আর নয়’

১-র পাতার পর -

নিরাপত্তা পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং দ্রুত নজরদারি ব্যবস্থাই ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উদ্ধার অভিযানে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের সম্মান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁদের সাহস, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক দায়িত্ববোধ ভবিষ্যতের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের এই যৌথ উদ্যোগ আগামী দিনেও দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, তারাতলার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে প্রশাসন ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ অডিট, নিরাপত্তা পর্যালোচনা, দায় নির্ধারণ এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা-এই চারটি বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, প্রত্যেক মানুষের জীবন মূল্যবান। সেই জীবন রক্ষা করাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। তাই তারাতলার মতো ঘটনা আর কখনও ঘটতে দেওয়া যাবে না।

পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

১-র পাতার পর -

আমি কি এমন কাজ করতে পারি? আমার মনে হয়েছে, আমার আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যখন একজন কর্মীর আনুগত্য নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়, তখন সেই জায়গায় থেকে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’এই ঘটনার পরই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান। গত ৩ জুন অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তিনি একদিনও তৃণমূল ভবনে যাওয়া বাদ দেননি বলেও দাবি করেছেন চন্দ্রিমা। তিনি জানান, নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনার পর তাঁর মনে হয়েছে, যে আস্থার ভিত্তিতে কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা হয়, সেই আস্থাতেই চিড় ধরেছে। তাঁর মতে, পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকলে কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পদত্যাগের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন মহলে তাঁর ভবিষ্য রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। তবে তিনি এখনও পর্যন্ত অন্য কোনও রাজনৈতিক শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি।

স্বচ্ছতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের

১-র পাতার পর -

পার্টি (বিজেপি)। দলের মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী এই পদক্ষেপকে সরাসরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, বিরোধীরা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করছে। সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, বিজেপি এই চিঠির তীব্র নিঃদা করছে। এটি গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার একটি চেষ্টা। বিরোধীরা জনমানসে সংঃদহ তৈরি করে অরাজকতা সৃষ্টির পথ বেছে নিচ্ছে। ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে ক্ষমতা দখলের একটি ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। বিজেপির দাবি, নির্বাচন কমিশনের মতো স্বতন্ত্র সাংবিধানিক সংস্থার ওপর আস্থা না রেখে বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক বিতর্কে টেনে আনা অনুচিত। তাদের মতে, এটি দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার সমান। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের যুক্তি, তাদের উদ্দেশ্য বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক বিতর্কে টেনে আনা নয়, বরং নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। তাদের মতে, যখন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন নাগরিকদের আস্থা পুনরুদ্ধারে বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে। এই ঘটনার ফলে দেশের রাজনীতিতে নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। একদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, অন্যদিকে বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়া-সব মিলিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে বিতর্ক আরও গভীর হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ইস্যু ভবিষ্যতের রাজনৈতিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং বিচার বিভাগের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ ঘিরে।

তানাকপুর-নান্দেদ উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ০৪ জুলাইঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রেল প্রশাসন ০৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ০৫০১২ তানাকপুর-নান্দেদ উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি চালানোর মাধ্যমে তানাকপুর থেকে ১৭৬৩১১৭৬৩২ নান্দেদ-তানাকপুর-নান্দেদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের পরিষেবা উদ্বোধন করবে। ১৭৬৩১১৭৬৩২ নাঃেদদ-তানাকপুর-নান্দেদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের নিযমিত চলাচল ১২ই জুলাই, ২০২৬ থেকে প্রতি রবিবার নান্দের থেকে এবং ১৭ই জুলাই, ২০২৬ থেকে প্রতি মঙ্গলবার তানাকপুর থেকে শুরু হবে।উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনের সম্ভাব্য সময়সূচীঃ-০৬ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে চালু হতে যাওয়া ০৫০১২ তানাকপুর-নান্দেদ উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি তানাকপুর থেকে সকাল ১০.৪৫ মিনিটে, পিলিভিট থেকে সকাল ১১.৪২ মিনিটে, ইজ্জতনগর থেকে দুপুর ১২.৩৮ মিনিটে এবং বরেলি জংশন থেকে ছাড়বে। এটি ছাড়বে ১৩.৩৫ টায়, বাদাউন ১৪.১২ টায়, কাসগঞ্জ ১৫.৪০ টায, মথুরা ১৭.৫০ টায, আগ্রা ক্যান্ট ১৯.১০ টায়, ধৌলপুর ২০.১২ টায, গোযালিযর থেকে ২২.০০ মিনিটে, গোয়ালিয়র থেকে ২২.০০ মিনিটে ছাড়বে। ০০.০০ টায়, পরের দিন ললিতপুর ০০.৫৯ টায়, বিনা ০২.০৮ টায়, রানি কমলাপতি ০৪.০০ টায়, ইটারসি ০৫.৩৫ টায, খান্ডোয়া ০৮.০০ টায়, মালকাপুর ০০.১২ টায়, মালকাপুর ১০.১২ টায়, ওয়াট ১ টায়। ১৩.৩৬ ঘন্টা, হিঙ্গোলিতে ট্রেনটি দুপুর ২.২১ মিনিটে।

NAME CHANGE

I, NAZMA BEGUM (old name) W/o-Sk Aslam resident of Vill & PO- Jagadispurhat, PS-Liluah, Dist-Howrah-711115, WB do hereby declare

পারমিটে ঝাড়গ্রাম, অথচ বাস ঢোকে না! ৩৪ টি বাস নিয়ে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ জুলাই ঃ পারমিটে গন্তব্য ঝাড়গ্রাম। অথচ অভিযোগ, বহু বাস জেলার সীমানায় পৌঁছানোর আগেই যাত্রা শেষ করে দিচ্ছে। ফলে মাঝপথে নেমে অন্য বাস বা বিকল্প যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যাত্রীদের। দীর্ঘদিনের সেই অভিযোগের জেরেই নড়েচড়ে বসল পরিবহণ কর্তৃপক্ষ। ঝাড়গ্রামমুখী ৩৪ টি বাসের বিরুদ্ধে সরেজমিনে যাচাই করে আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট দিতে ঝাড়গ্রামের পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বা আরটিএ)। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী প্রশাসনিক ও আইনানুগ পদক্ষেপ হতে পারে। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসকের মোটর ভেহিকলস শাখা থেকে ৩ জুলাই জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০২৪ সাল থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আসছে, একাধিক বাস অনুমোদিত রুট মেনে চলাচল করছে না। পারমিটে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত রুট থাকলেও বহু বাস ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ না করেই যাত্রা শেষ করছে। অভিযোগের তালিকায় দিঘা, মন্দারমণি, হলদিয়া, কাঁথি-সহ একাধিক রুটের ঝাড়গ্রামমুখী বাস রয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, এর ফলে মাঝপথে নেমে অন্য বাস বা ছোট গাড়ির খোঁজ করতে হচ্ছে। এতে যেমন নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ছে, তেমনই মোটর ভেহিকলস আইন, ১৯৮৮-এর ৬৬ ও ৭২(২) ধারায় নির্ধারিত পারমিটের শর্তও লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে বাস মালিকদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। গত ৪ জুন একটি শুনানিও হয়। সেখানে রুট পারমিটের শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হলেও অভিযোগের শেষ হয়নি। এরপর ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ টেলিফোনে পরিবহণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান। তারপরই ৩৪টি বাসের তালিকা পাঠিয়ে সরেজমিনে যাচাই করে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিবহণ দফতর। দফতর সূত্রের দাবি, অভিযোগে থাকা কোনও বাসই ঝাড়গ্রাম জেলায় নিবন্ধিত নয় বা ঝাড়গ্রাম আরটিএ থেকে রুট পারমিট পায়নি। প্রায় সব ক'টি বাসই পশ্চিম মেদিনীপুর আরটিএ-র অধীনে পারমিটপ্রাপ্ত। ফলে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আইনগত এক্তিয়ার ঝাড়গ্রাম আরটিএ-র নেই। সরেজমিনে যাচাই করে সংশ্লিষ্ট বাসগুলি ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করে কি না, সেই তথ্য-সহ রিপোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুরের আরটিএ-র কাছে পাঠানো হবে বলে দফতর সূত্রে খবর। ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, পারমিটে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত রুট থাকলেও অনেক বাস মাঝপথ থেকেই ফিরে যাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। যাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই বিষয়টি পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছি। অন্যদিকে, যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, প্রায় দু'বছর ধরে একই সমস্যা চললেও তার স্থায়ী সমাধান হয়নি। তাঁদের দাবি, চিঠি চালাচালির বাইরে বাস্তবে কড়া পদক্ষেপ না হলে এই ভোগান্তি বন্ধ হবে না।

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৪ জুলাই ঃ খানাকুলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রিবাহী বাসের দুর্ঘটনা, আহত প্রায় ৩০ আজ শনিবার দুপুরে

তারকেশ্বর থেকে খানাকুলের গণেশপুরগামী একটি যাত্রিবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একাধিক দোকানে ধাক্কা মারার পর বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা দেয়। ঘটনায় বাসে থাকা প্রায় ৩০ জনযাত্রী আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শনিবার দুপুরে খানাকুলের শ্রীরামপুর এলাকায় পৌঁছতেই বাসটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর রাস্তার পাশে থাকা চারটি দোকানে ধাক্কা মেরে শেষ পর্যন্ত একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে আটকে যায়। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে আহত যাত্রীদের বাস থেকে বের করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। আহতদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খানাকুল থানার পুলিশ। পুলিশ বাসটিকে উদ্ধার করে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত বাসচালককে আটক করা হয়েছে। কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বহরমপুরে খুন হওয়া স্কুল ছাত্র ফরহাদ বাদশার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশের তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ জুলাই ঃ বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক স্কুল ছাত্রের সঙ্গে ঘটে গেল নৃশংস ঘটনা। ছাত্রের বুকে ও গলায় ছুরির কোপ মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে। শনিবার সকাল ৯ টা নাগাদ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার কলাবাগান এলাকায় এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম ফরহাদ বাদশা (১৭)। সে বহরমপুর থানার কর্ণসুবর্ণ মাঝিরহাট গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় মধুপুর রাজা শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। এই ঘটনায় ইতিমিধ্যেই আরিফ হোসেন ও সাগর শেখ নামে দুই যুবককে আটক করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত সাহিল শেখ ঘটনার পর থেকেই পলাতক বলে জানা যাচ্ছে। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ফরহাদ যখন স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় গ্রামেরই বাসিন্দা তথা তার স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আরিফ হোসেন তাকে ফোন করে। আরিফ জানায় যে, গ্রামেরই আর এক যুবক সাগর শেখ তার মামার বাড়ি কলাবাগান পার্বতীপুরে আছে। তাকে আনতে যাওয়ার জন্য ফরহাদকে ডাকে আরিফ। এরপর দু'জনে একটি মটর বাইকে করে কলাবাগান এলাকায় যায়। সেখান থেকে ফেরার সময় মটর বাইকটি চালাচ্ছিল ফরহাদ, আর পিছনে বসেছিল আরিফ ও সাগর বলে জানা যায়। অভিযোগ, সেই সময়ই আচমকা সাহিল শেখ ও তার দলবল এসে ফরহাদের পথ আটকায় এবং তার বুকে ও গলায় এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ মেরে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ফরহাদকে বাস্তবখালি হয়ে কর্ণসুবর্ণ এলাকায় ফেলে রেখে বাকিরাও পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে গ্রামবাসীরা তাকে রক্তাক্ত ও মারাত্মক জখম অবস্থায় উদ্ধার করে কর্ণসুবর্ণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে পৌঁছলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ফরহাদের। খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃতের আত্মীয় পারভিনা খাতুন জানান, ফরহাদ অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল এবং কারও সঙ্গে তার কোনও শত্রুতা ছিল না। কেন তাকে এভাবে বন্ধুরা ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করল, তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না পরিবার। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নিহতের পরিবার। ঠিক কী কারণে এই খুন, এর পিছনে কোনও পুরনো বিবাদ নাকি অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রেম ঘটিত কারণে এই পরিনতি হতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবার সদস্যদের হাতে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ড' পেলেন রানাঘাটের চিকিৎসক ডা. চিন্ময় রায়

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ জুলাই ঃ নদীয়ার রানাঘাটের হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসক ডা. চিন্ময় রায় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬'-এ সম্মানিত হয়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিষেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। ক্যান্ডিড কমিউনিকেশন ইউকেন্ড (Candid Communication UK)- এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারত, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয়। চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজসেবা, শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা এবং গণমাধ্যম-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এদিন এই সম্মান লাভ করেন। আয়োজকদের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মানিতদের মধ্যে রয়েছেন ডা. চিন্ময় রায়। তাঁর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরও সম্মান জানানো হয়। রানাঘাটের বাসিন্দা ডা. চিন্ময় রায় বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করলেও সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে রানাঘাটে রোগী দেখেন। দীর্ঘদিন ধরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত তিনি। চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে বহু মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। সম্মাননা পাওয়ার পর ডা. রায় বলেন, আন্তর্জাতিক পরিসরে এই স্বীকৃতি তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি। এই সম্মান আগামী দিনে আরও দায়িত্বের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে যেতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে। উল্লেখ্য, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ আইকন অ্যাওয়ার্ড' যুক্তরাজ্যে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা। ভারত, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কারখানার গেটে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৪ জুলাই ঃ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে অবস্থান-বিক্ষোভ ঘিরে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকার নমো সগড়ভাঙার একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার ৪ নম্বর গেট। আন্দোলনকারীদের অবস্থান কর্মসূচি সরাতে গেলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। জানা গেছে, ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর নেতৃত্বে শ্রমিক ও সমর্থকেরা শুক্রবার থেকে কারখানার গেটের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে আসছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, আগাম নোটিস ছাড়াই একের পর এক শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় যোগ্য যুবকদের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের নিয়োগ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এই অভিযোগগুলির প্রতিবাদেই কারখানার মূল প্রবেশপথে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। শনিবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সুবীর রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে কারখানার প্রবেশপথ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেন। পুলিশ আন্দোলন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীরা বাধা দেন। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনকারীরা স্লোগান দিতে থাকেন। পরে পুলিশ কারখানার দুটি গেট খুলে দিলেও আন্দোলনকারীরা ফের গেটের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন।

পূর্বস্থলী কলেজে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও কর্ম নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী, কুইজে উৎসাহী পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৪ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-২ ব্লকের পূর্বস্থলী কলেজে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ চিত্র প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে এক গম্ভীর ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. বিভাস চন্দ্র সাহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পাশাপাশি তাঁর জীবন, আদর্শ, শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং জাতীয় জীবনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ ও কর্মজীবন নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এই উপলক্ষ্যে কলেজ প্রাঙ্গণে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী ঘুরে দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর রাজনৈতিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পায়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতা।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও কর্মভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয়। আয়োজকদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও জাতীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে আরও সচেতন ও আগ্রহী করে তুলবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, ভবিষ্যতেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

থানায় হাজিরা হুমায়ুনের, টানা ৪ ঘণ্টার জেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ জুলাই ঃ পুলিশি জেরার মুখোমুখি হলেন হুমায়ুন কবির। শনিবার রেজিনগর থানায় হাজিরা দিয়ে চার ঘণ্টা পরে থানা থেকে বেরোন হুমায়ুন। তবে সংবাদমাধ্যমে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সকালে হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে দলের সদস্যদের বিশৃঙ্খলা এড়াতে বার্তা দিয়েছিলেন হুমায়ুন। এর মাঝে তাঁর বাড়ির সামনে বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকেরা পতাকা হাতে জমায়েত হলেও কোনও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়নি। শুক্রবার হাজিরা দিতে না গেলেও, শনিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানায় হাজিরা দিতে যান আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এ দিন হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে হুমায়ুন তাঁর দলের সদস্যদের কাউকে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না করার বার্তা দেন।

রাজ্যে গ্রামীন এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বা বিএসএনএল ভারত নেট প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে গ্রামীন এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএনএলের অধীন কলকাতা টেলিফোনের চিফ জেনারেল ম্যানেজার গজালা ফয়জল জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সারাদেশে গ্রামীণ এলাকায় দ্রুতগতি ও সাশ্রয়ী ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দিতে ভারত নেট প্রকল্প চালু করেছে। বিএসএনএল এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ করছে। প্রকল্পের আওতায় অপটিক্যাল ফাইবার কেবিলের মাধ্যমে গ্রামীন এলাকাগুলিতে ডিজিটাল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। এর ফলে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা আরো সহজতর হবে। এই প্রকল্পে সারাদেশে দুই দশমিক ছয় চার লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং পঞ্চায়েত নেই এমন তিন দশমিক আট চার লক্ষ গ্রামে ডিজিটাল সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শ্রীমতি ফযজ়ল বলেন, এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩হাজার ৩৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প চালু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২হাজার ৬ শোর বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই কাজ হয়ে গেছে। বাকিগুলিতে শীঘ্রই সম্পন্ন হবে এবং প্রায় আঠারো হাজার কিলোমিটার এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার বসানো হবে। অন্যদিকে তিন হাজার ২শো পঞ্চায়েতবিহীন গ্রামকে এই প্রকল্পে আওতায় আনা হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতি ফযজ়ল বলেন, পাহাড়ি এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার কেবিলের বিকল্প পদ্ধতিতে এই কাজ হবে। এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামীন এলাকায় কাজের জন্য ভারত নেট উদ্যমী পদে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

২০ জুলাই থেকে শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন, ১৩ আগস্ট পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের আসন্ন বাদল (মনসুন) অধিবেশন। এই অধিবেশন চলবে আগামী ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী জানান, ভারত সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংসদের উভয় কক্ষেরই (লোকসভা ও রাজ্যসভা) ২০২৬ সালের বাদল অধিবেশন ডাকার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এই অধিবেশন ১৩ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন বিষয়ে অর্থবহ বিতর্ক, আলোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বিগত বাজেট অধিবেশনের পর থেকে সংসদের উভয় কক্ষেই রাজনৈতিক সমীকরণ এবং সংখ্যার ভারসাম্যে বড়সড় বদল এসেছে। বর্তমানে শাসক পক্ষ আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং বিরোধীদের আসন সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রভাবও এই অধিবেশনে দেখা যেতে পারে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল, বিশেষ করে 'সংবিধান সংশোধনী বিল' পাস করানোর বিষয়ে জোর তপরতা চালাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৪ জুলাই ঃ গত ৩০ জুন কোচবিহারের জামালদহ এলাকায় এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবারের অভিযোগ, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর খেলতে থাকা অবস্থায় অভিযুক্ত সুমন শিশুটিকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। এরপর ঘরের ভিতরে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। পরিবারের দাবি, দীর্ঘক্ষণ মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে সন্দেহের বশে অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে শিশুটিকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন তার মা। ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের হয় এবং পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। আজ এই ঘটনার প্রতিবাদে জামালদহ বাজারে এলাকার মহিলারা বিক্ষোভ মিছিল করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ও কঠোরতম শাস্তির দাবি তোলেন তারা। এলাকাজুড়ে এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটিকে সংগ্রহশালায় রূপান্তরের কাজ চলছে, জিরাটে তৈরি হচ্ছে অডিটোরিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ জুলাই ঃ আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মদিবস। রাজ্যে পালাবদলের পরেই হুগলির জিরাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই দিন বলাগড়ের জিরাটে তাঁর পৈতৃক ভিটেতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ প্রশাসনের একাধিক মন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তার আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ভিটে পরিদর্শন করল সরকারের বিশেষ পর্যবেক্ষক দল। শ্যামাপ্রসাদের বাসভবন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরি, স্কুল, ঘুরে দেখলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। মহকুমা শাসক মধুশ্রী, এডিএম (জেনারেল) তরুণ ভট্টাচার্য, ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিত সিনহা মহাপাত্র, বলাগড়ের বিডিও মহাশ্বেতা বিশ্বাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন তাঁরা। কোথায় মঞ্চ হবে, গ্রিনরুম কোথায় হবে, জয়েন্ট স্ক্রিন কোথায় থাকবে, মানুষ কোথায় বসবেন খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়। বিডিও বলেন, 'আমরা ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক আছে কি না দেখলাম। কী কী অনুষ্ঠান হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে কালচারাল অনুষ্ঠান হবে, সেটা রাজ্যস্তর থেকে সিলেকশন হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী নিয়েই অনুষ্ঠান হবে।' শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধকে ঘিরেই হবে মূল অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ১২৫ ফুটের মূর্তি, পর্যটন কেন্দ্র ও আধুনিক লাইব্রেরির জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটের উন্নয়ন হবে। পরে রাজ্য সরকার ঘোষণা করে, ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে ১২৫ ফুটের মূর্তি ও সংগ্রহশালা তৈরি হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটিকে সংগ্রহশালায় রূপান্তরের কাজ চলছে। জিরাটে তৈরি হচ্ছে অডিটোরিয়াম। উন্নত করা হচ্ছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি, যা এখন ভগ্নদশায় রয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, ৬ জুলাই সকালে বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছে। থাকবে রক্তদান শিবিরও। দুপুর তিনটা থেকে হবে মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলাগড়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুমনা সরকার। এডিএম জেনারেল তরুণ ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা রাজ্যেই অনুষ্ঠান হবে। এর পাশাপাশি জিরাটে জেলার বড় অনুষ্ঠান হবে। রাজ্যের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকবে। সেই ব্যবস্থাপনা দেখতেই এখানে আসা।'

আলিপুরদুয়ারে অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজে 'ডিলিটেড' ভোটারদের বাড়িতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে অনুপ্রবেশের বিষয়টি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু ছিল। নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সকলেই এই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন এবং অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর কথা বলেছিলেন। রাজ্যে সরকার গঠনের পর এবার সেই দিশায় তৎপরতা বাড়াতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতেই আলিপুরদুয়ার জেলায় অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এর অংশ হিসেবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যেসব ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। গত এক সপ্তাহ ধরে এই অভিযান চলছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো অনুপ্রবেশকারীর হদিস মেলেনি। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সম্ভব। এর পাশাপাশি এলাকায় পুলিশের সূত্রদেরও সক্রিয় করা হয়েছে, যারা যেকোনো ধরনের সন্দেহজনক গতিবিধির খবর থানায় পৌঁছাচ

গোল্ডেন বুটের দৌড়ে আরও এগিয়ে মেসি

‘বিশ্বকাপে কোনও ম্যাচই সহজ নয়’-ভোজিনহার দুরন্ত লড়াইয়ে নাস্তানাবুদ আর্জেন্তিনা, ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষকে কুর্নিশ মেসির

ফ্লোরিডা, ৪ জুলাই ঃ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা শেষ পর্যন্ত জয় পেলেও, সেই জয় একেবারেই সহজ ছিল না। বিশ্বকাপের শেষ ৩২-এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রথমবারের অংশগ্রহণকারী কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ ব্যবধানে নাটকীয় জয় তুলে নেয় লিওনেল মেসির দল। তবে স্কোরলাইন যতই আর্জেন্তিনার পক্ষে থাকুক, ম্যাচের বড় অংশ জুড়ে কেপ ভের্দের লড়াই বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিল। ম্যাচ শেষে তাই প্রতিপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তাঁর কথায়, বিশ্বকাপে কোনও প্রতিপক্ষকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত ম্যাচটি শুরু থেকেই ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। বিশ্বকাপে অভিষেক হওয়া কেপ ভের্দে এক মুহূর্তের জন্যও নিজেদের অনভিজ্ঞতার ছাপ পড়তে দেয়নি। বরং সংগঠিত রক্ষণ, দ্রুত পাল্টা আক্রমণ এবং দুর্দান্ত গোলরক্ষণের মাধ্যমে তারা বারবার আর্জেন্তিনাকে চাপে ফেলে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে গিয়েই জয়ের মুখ দেখে আর্জেন্তিনা। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষকে সম্মান জানালেন মেসি-জয়ের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে মেসি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই ম্যাচকে কখনও সহজ হিসেবে দেখেননি তাঁরা।

আর্জেন্তিনা অধিনায়ক বলেন, ‘ আগে থেকেই জানতাম এটি খুব কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। বিশ্বকাপে কোনও দলই কাউকে সহজে জয় উপহার দেয় না। প্রতিটি ম্যাচই আলাদা, প্রতিটি প্রতিপক্ষই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘ আমাদের কিছুটা বিশ্রাম নিতে হবে, এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং পরের ম্যাচের জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। পাশাপাশি কেপ ভের্দেকে অভিনন্দন জানাতে চাই। ওরা অসাধারণ ফুটবল খেলেছে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে রেখেছিল।’ মেসির এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট,

প্রতিপক্ষকে সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কখনও কার্পণ্য করেন না। তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত একটি দলের বিপক্ষেও তিনি একইভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত লড়াই-এটাই আর্জেন্তিনার পরিচয়। ম্যাচে একাধিকবার চাপের মুখে পড়লেও আর্জেন্তিনা আত্মসমর্পণ করেনি। বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে মেসি বলেন, ‘ দলটা বহুবার প্রমাণ করেছে যে যেকোনও পরিস্থিতিতে লড়াই করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। আমি আগেও বহুবার এই কথাই বলেছি। আজও আমরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছিলাম এবং লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।’ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের এই মানসিক দৃঢ়তাই আবারও প্রমাণ করল কেন কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা ম্যাচ জিততে জানে। কোচ স্কালোনির কণ্ঠেও প্রতিপক্ষের প্রশংসা-শুধু মেসিই নন, ম্যাচ শেষে আর্জেন্তিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিও কেপ ভের্দের পারফরম্যান্সের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্কালোনি বলেন, ‘ অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। অনেকেই মনে করেন কিছু ম্যাচ সহজ হবে, কিন্তু বিশ্বকাপে সহজ প্রতিপক্ষ বলে কিছু নেই। আজ কেপ ভের্দে সেটাই মাঠে প্রমাণ করেছে। ওরা দারুণ সংগঠিত ফুটবল খেলেছে এবং আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল।’ কোচের মতে, এই ধরনের ম্যাচ থেকেই বড় দলগুলো নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং পরবর্তী রাউন্ডের জন্য আরও প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ভোজিনহার দুর্দান্ত গোলরক্ষণে হতবাক আর্জেন্তিনা। ম্যাচের অন্যতম বড় নায়ক ছিলেন কেপ ভের্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা। হারলেও তাঁর পারফরম্যান্স ইতিমধ্যেই ফুটবলপ্রেমীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পুরো ম্যাচে তিনি একাই ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন। এর মধ্যে লিওনেল মেসির নেওয়া পাঁচটি নিশ্চিত গোলের সুযোগও তিনি অসাধারণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন। একের পর এক প্রতিরোধ গড়ে তুলে তিনি আর্জেন্তিনার আক্রমণভাগকে দীর্ঘ সময় হতাশ করে রাখেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে এমন পারফরম্যান্স যে কোনও গোলরক্ষকের কাছেই বিশেষ কৃতিত্ব। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ভোজিনহার অসাধারণ গোলকিপিং না থাকলে ম্যাচের ফল আরও বড় ব্যবধানে আর্জেন্তিনার পক্ষে যেতে পারত। বিশ্বকাপে নতুন দল হলেও নজর কেড়েছে কেপ ভের্দে। এই আসরে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে কেপ ভের্দে। কিন্তু অভিষেকেই তারা দেখিয়ে দিয়েছে, বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। শক্তিশালী আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে নির্ভীক ফুটবল, শৃঙ্খলাবদ্ধ রক্ষণ এবং আক্রমণে আত্মবিশ্বাস-সব মিলিয়ে তারা ফুটবলবিশ্বকে নতুন বার্তা দিয়েছে। হারলেও এই পারফরম্যান্স কেপ ভের্দেকে বিশ্বকাপের অন্যতম বড় চমক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কেপ ভের্দের ফুটবলকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

গোল্ডেন বুটের দৌড়ে আরও এগিয়ে মেসি-কঠিন ম্যাচে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি ব্যক্তিগত কৃতিত্বেও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন লিওনেল মেসি। এই ম্যাচে গোল করে চলতি বিশ্বকাপে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত। ফলে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে তিনি এখন এগিয়ে রয়েছেন। ফ্রান্সের তারকা কিলিয়ান এমবাপের চেয়ে তাঁর গোল একটি বেশি। শুধু তাই নয়, টানা আটটি বিশ্বকাপ ম্যাচে গোল করার বিরল কীর্তিও ধরে রাখলেন আর্জেন্তিনা অধিনায়ক। এই ধারাবাহিকতায় তাঁর মোট গোলসংখ্যা পৌঁছেছে ১২-তে, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ- শেষ ৩২-এর বাধা পেরিয়ে এখন পরবর্তী পর্বের দিকে নজর আর্জেন্তিনার। তবে কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই স্পষ্ট করে দিয়েছে, নকআউট পর্বে কোনও ম্যাচই সহজ নয়। মেসি ও স্কালোনি দু’জনেই মনে করছেন, এই ম্যাচ দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে থাকবে। ভুলগুলো শুধরে নিয়ে যদি আর্জেন্তিনা নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরতে পারে, তাহলে শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন আরও বাস্তব হয়ে উঠবে। আর কেপ ভের্দে? হারলেও তারা প্রমাণ করে দিল, সাহস, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে বিশ্ব ফুটবলের বড় মঞ্চেও যে কোনও শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলা সম্ভব।

‘বিশ্বকাপে সহজে পেনাল্টি দেওয়া যায় না’-বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর ক্ষুব্ধ লুকা মদ্রিচ

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে নাটক, বিতর্ক এবং আবেগ-সবই যেন একসঙ্গে দেখা গেল ক্রোয়েশিয়া ও পর্তুগালের মহারণে। শেষ পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে লুকা মদ্রিচের ক্রোয়েশিয়াকে। তবে ম্যাচের ফলের থেকেও বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে রেফারিং, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি -এর ভূমিকা এবং একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। ম্যাচ শেষে ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ প্রকাশ্যে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে পর্তুগালের পাওয়া পেনাল্টি এবং ম্যাচে VAR ব্যবহারের ধরন নিয়ে তাঁর প্রশ্ন রয়েছে। যদিও পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ দাবি করেছেন, প্রযুক্তির সাহায্যে নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তই ছিল নিয়ম অনুযায়ী। বিশ্বকাপের এই ম্যাচে এমন একটি ঘটনাও ঘটেছে, যা নকআউট ইতিহাসে বিরল। VAR-এর হস্তক্ষেপে মোট চারটি গোল বাতিল হয়েছে, যার মধ্যে একটি ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলও। মদ্রিচের অভিযোগ ‘ ম্যাচে এত সহজে পেনাল্টি দেওয়া উচিত নয়’ ম্যাচ শেষে হতাশ মদ্রিচ বলেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ নকআউট ম্যাচে পেনাল্টির মতো সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নেওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য, প্রযুক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটি তখনই ব্যবহার করা উচিত, যখন ভুলের সম্ভাবনা কার্যত নেই। মদ্রিচের মতে, বিতর্কিত সিদ্ধান্ত তরুণ ফুটবলারদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে এবং তার প্রভাব পুরো দলের উপর পড়ে। তিনি বলেন, এত বড় ম্যাচে এত সহজে পেনাল্টি দেওয়া যায় না। প্রযুক্তির ব্যবহার তখনই হওয়া উচিত, যখন ভুল ২০০ শতাংশ নিশ্চিত। এই ধরনের সিদ্ধান্ত তরুণ খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে। শুধু মদ্রিচ নন, ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্রোয়েশিয়ার কোচ জ্লাতকো দালিচও। তাঁর দাবি, ম্যাচে আরও কয়েকটি ফ্রিকিক ক্রোয়েশিয়ার প্রাপ্য ছিল। তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, শুধুমাত্র রেফারিংকে দায়ী করলে চলবে না। দালিচ বলেন, আমরা আরও কয়েকটি ফ্রিকিক পেতে পারতাম। তবে অজুহাত দিতে চাই না। সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচ অনেক আগেই আমাদের জেতা উচিত ছিল। অর্থাৎ, রেফারিং নিয়ে আপত্তি থাকলেও নিজেদের ব্যর্থতার কথাও অস্বীকার করেননি ক্রোয়েশিয়া কোচ।

অন্যদিকে পর্তুগাল শিবিরের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোচ রবার্তো মার্টিনেজ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রযুক্তি সঠিকভাবেই কাজ করেছে এবং কোনও সিদ্ধান্তই ভুল ছিল না। তাঁর মতে, অফসাইডের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত তথ্য একেবারে পরিষ্কার ছিল। একইভাবে পেনাল্টির সিদ্ধান্তও যথাযথ। মার্টিনেজ বলেন, প্রযুক্তি স্পষ্টভাবে অফসাইড দেখিয়েছে। কোনও ভুল সিদ্ধান্ত হয়নি। পেনাল্টিও নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। কেন বাতিল হল ক্রোয়েশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ গোল? ম্যাচের সবচেয়ে বিতর্কিত মুহূর্তগুলির একটি ছিল ক্রোয়েশিয়ার একটি বাতিল হওয়া গোল। ঘটনার শুরু ইভান পেরিসিচের ক্রস থেকে। প্রথমে দেখা যায়, তিনি যখন বলটি বক্সে পাঠান, তখন কোনও ক্রোয়েশিয়ান ফুটবলার অফসাইডে ছিলেন না। কিন্তু মাঝপথে সতীর্থ মাটানোভিচ বলটিতে মাথা ছোঁয়ান।

৪০ বছরের স্মৃতি, শেষ ষোলোর মহারণের আগে চাপে ইংল্যান্ড

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে কিছু স্টেডিয়াম শুধুই খেলার ভেন্যু নয়, ইতিহাসের সাক্ষী। সেই তালিকার শীর্ষেই রয়েছে মেক্সিকো সিটির কিংবদন্তি এস্তাদিও আজটেকা। এখানেই ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে স্মরণীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। একদিকে ছিল দিয়েগো মারাদোনার বিতর্কিত ‘হ্যান্ড অব গড’ গোল, অন্যদিকে মাত্র কয়েক মিনিট পর ছয়জন ফুটবলারকে কাটিয়ে করা তাঁর অবিশ্বাস্য একক গোল-যাকে এখনও বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা গোলগুলির অন্যতম ধরা হয়। প্রায় চার দশক পর আবার সেই আজটেকা স্টেডিয়ামেই শেষ ষোলোর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। প্রতিপক্ষ স্বাগতিক মেক্সিকো। তবে এবার ইংরেজ শিবিরের উদ্বেগ শুধু প্রতিপক্ষকে ঘিরে নয়। ম্যাচের আগের রাতেই ঘুম হবে কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৬-র স্মৃতি এখনও তাড়া করে ইংল্যান্ডকে ২২ জুন, ১৯৮৬। ইংল্যান্ডের ফুটবল ইতিহাসে এই তারিখটি এখনও বেদনাদায়ক। সেদিন কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে মারাদোনা প্রথমে হাত দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন। রেফারি গোলের স্বীকৃতি দেন। পরে সেই গোলই ‘হ্যান্ড অব গড’ নামে ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে যায়।এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারাদোনা মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে ইংল্যান্ডের একের পর এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দুর্দান্ত গোল করেন। সেটিকে আজও বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই পরাজয়ের স্মৃতি আজও অনেক ইংরেজ সমর্থকের কাছে দু ঃস্বপ্নের মতো। এবার আবার সেই একই স্টেডিয়ামে নকআউট ম্যাচ। ফলে অতীতের স্মৃতি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। মেক্সিকোর নতুন কৌশল-প্রতিপক্ষের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া? তবে ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমানও ইংল্যান্ডের জন্য কম কঠিন নয়। আগের ম্যাচে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে মেক্সিকান সমর্থকদের আচরণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ম্যাচের আগের রাতে ইকুয়েডর দলের হোটেলের বাইরে গভীর রাত পর্যন্ত গাড়ির হর্ন বাজানো, বাজি ফাটানো এবং উচ্চ শব্দে উৎসবের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের স্বাভাবিক বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো। এখন আশঙ্কা করা

হচ্ছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও একই ধরনের কৌশল নেওয়া হতে পারে। ফিফার বাড়তি সতর্কতা- পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ইংল্যান্ড দলের হোটেলের চারপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু রাস্তা নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনাও করা হয়েছে, যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ভিড় বা শব্দদূষণ কমানো যায়। লক্ষ্য একটাই-ম্যাচের আগে খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে বড় টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়দের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ম্যাচের আগের রাতের বিশ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শুধু সমর্থক নয়, বড় চ্যালেঞ্জ আজটেকার উচ্চতাও মেক্সিকোর বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে আরেকটি বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ইংল্যান্ডকে। আজটেকা স্টেডিয়াম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,২৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব তুলনামূলক কম থাকে। ফলে যেসব দল নিচু উচ্চতার পরিবেশে অনুশীলন করে এসেছে, তাদের অনেক সময় দৌড়ানো, দ্রুত গতি বজায় রাখা এবং পুরো ম্যাচে একই ছন্দ ধরে রাখতে সমস্যা হতে পারে। ফুটবলারদের শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরও এর প্রভাব পড়তে পারে। সেই কারণেই বদলে গেল ইংল্যান্ডের পরিকল্পনা এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল দলের ভ্রমণ পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছেন। প্রথমে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছনোর কথা থাকলেও পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দল একদিন আগে মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছবে। টুখেলের মতে, খুব বেশি আগে পৌঁছলেও সমস্যা হতে পারে, আবার ম্যাচের ঠিক আগে গেলে উচ্চতার সঙ্গে শরীর মানিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে না। তাঁর কথায়, সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানিয়েছেন, আজটেকা স্টেডিয়ামে বলের বাউন্সও ইউরোপের অনেক মাঠের তুলনায় আলাদা। তাই ম্যাচের আগে সেই পরিবেশে অনুশীলনের অভিজ্ঞতা জরুরি।

ভুয়ো নথিতে ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের বাংলায় খেলানোর অভিযোগ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাত, ৪ জুলাই ঃ বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনকে ঘিরে ফের উঠল বিতর্কের ঝড়। ভিনরাজ্যের একাধিক ক্রিকেটারকে নাকি ভুয়ো নথি ও সন্দেহজনক আবাসিক প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে- এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে রাজ্যের নবনিযুক্ত ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র কাছে তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন সিএবি-র ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান দেবীপ্রসন্ন পাড়ি। যদিও তিনি সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দাবি করেছেন, ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। কী অভিযোগ উঠেছে? অভিযোগকারী শান্তনু (পূর্ণ নাম অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে) ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পাঠানো অভিযোগে দাবি করেছেন, ভিনরাজ্যের অন্তত ছয়জন ক্রিকেটারকে মিথ্যা তথ্য, ভুয়ো আবাসিক প্রমাণপত্র, সন্দেহজনক ঠিকানা এবং জাল নথির সাহায্যে বাংলার হয়ে সিএবি-র বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলানো হয়েছে।

অভিযোগে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন- স্বাগত কুমার ঝা (ঝাড়খণ্ডের দেওঘর) অভিশান্ত বক্সী (জম্মু ও কাশ্মীর) অনিল কুমার ওরফে অনিল তোমার (হরিয়ানা) সুধাংশু সিংহ (উত্তরপ্রদেশ) মাবরুক আহমেদ (উত্তরপ্রদেশ) সানি কুমার পণ্ডিত। অভিযোগকারী দাবি করেছেন, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের সিএবি রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ একাধিক নথি তিনি ক্রীড়ামন্ত্রীর দপ্তরে জমা দিয়েছেন। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই বা প্রমাণিত হয়নি। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, এ অ্যান্ড এস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি-র মাধ্যমে এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ। শান্তনুর দাবি, দেবীপ্রসন্ন পাড়ি ওই

অ্যাকাডেমির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর অ্যাকাডেমি ও সহযোগী ক্লাবগুলির মাধ্যমে একাধিক ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারকে বেআইনিভাবে সিএবিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগকারীর আরও দাবি, বিষয়টি নতুন নয়। গত প্রায় দু’বছর ধরে তিনি সিএবি, বিসিসিআই-এর সচিব এবং কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিকের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর তদন্ত বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে কী দাবি জানানো হয়েছে? রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পাঠানো অভিযোগপত্রে বিষয়টিকে শুধুমাত্র ক্রিকেট প্রশাসনের অনিয়ম হিসেবে নয়, বৃহত্তর জনস্বার্থের বিষয় হিসেবেও তুলে ধরা হয়েছে। ইমেলে অভিযোগকারী লিখেছেন, ভুয়ো পরিচয়, জাল আবাসিক নথি বা মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করা শুধুমাত্র ক্রীড়াক্ষেত্রের নিয়মভঙ্গ নয়, এটি গুরুতর আইনগত অপরাধের সামিল। তাঁর দাবি, এই ধরনের নথির অপব্যবহার ভবিষ্যতে আরও বড় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এই প্রেক্ষিতে তিনি তিনটি বিষয়ে তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন- প্রথমত, অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের জমা দেওয়া বয়স ও বাসস্থানের নথির সত্যতা যাচাই করা। দ্বিতীয়ত, দেবীপ্রসন্ন পাড়ি-সহ অভিযোগে নাম থাকা অন্যান্য ব্যক্তির ভূমিকা খতিয়ে দেখা। তৃতীয়ত, অতীতে অভিযোগ পাওয়ার পরও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে সিএবি-র সংশ্লিষ্ট কর্তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

ইংল্যান্ড সিরিজে আদৌ অভিষেক হবে বৈভবের?

৪ জুলাই ঃ ইংল্যান্ড সিরিজে কি আদৌ অভিষেক হবে বৈভব সূর্যবংশীর? দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের মনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ‘ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ বছরের বিস্ময় প্রতিভাকে খেলানো হয়নি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতেও একই ঘটনা। কী ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট? আদৌ কি ইংল্যান্ডে দেখা যাবে বৈভবকে? অবশেষে এই নিয়ে মুখ খুলল বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা এত বিতর্কের পরও কোচ গৌতম গম্ভীরের পাশেই থাকছেন। বৈভবকে নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, আমরাও মনে করি সে অত্যন্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আইপিএলে সে তার প্রমাণও দিয়েছে। আমি টিম ম্যানেজমেন্ট এবং কোচদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মন্তব্য দেখেছি। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট করে দিতে চাই যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোচ এবং অধিনায়কই নেবেন। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। যখন সঠিক সুযোগ আসবে, তাঁরা অবশ্যই তাকে সুযোগ দেবেন। সেটা কি ইংল্যান্ড সিরিজেও হবে না? প্রশ্ন ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে? নাকি সিরিজের ফলাফল ভারতের পক্ষে না গেলে তখন নেওয়া হবে? শুক্লা বলেন, এই সিদ্ধান্তগুলো টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ নিয়ে কেন এমন অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করা হচ্ছে, তা আমি জানি না। অনেকের মতে, আয়ারল্যান্ড সিরিজে তাকে খেলালে ভারত সিরিজ জিততে পারত। কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শ্রেয়সের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংও পোস্ট করেছেন বৈভবের সমর্থনে। শচীন তেণ্ডুলকর, সুনীল গাভাসকরের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মত, ‘ ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন মুখ হওয়ার জন্য তৈরি।’

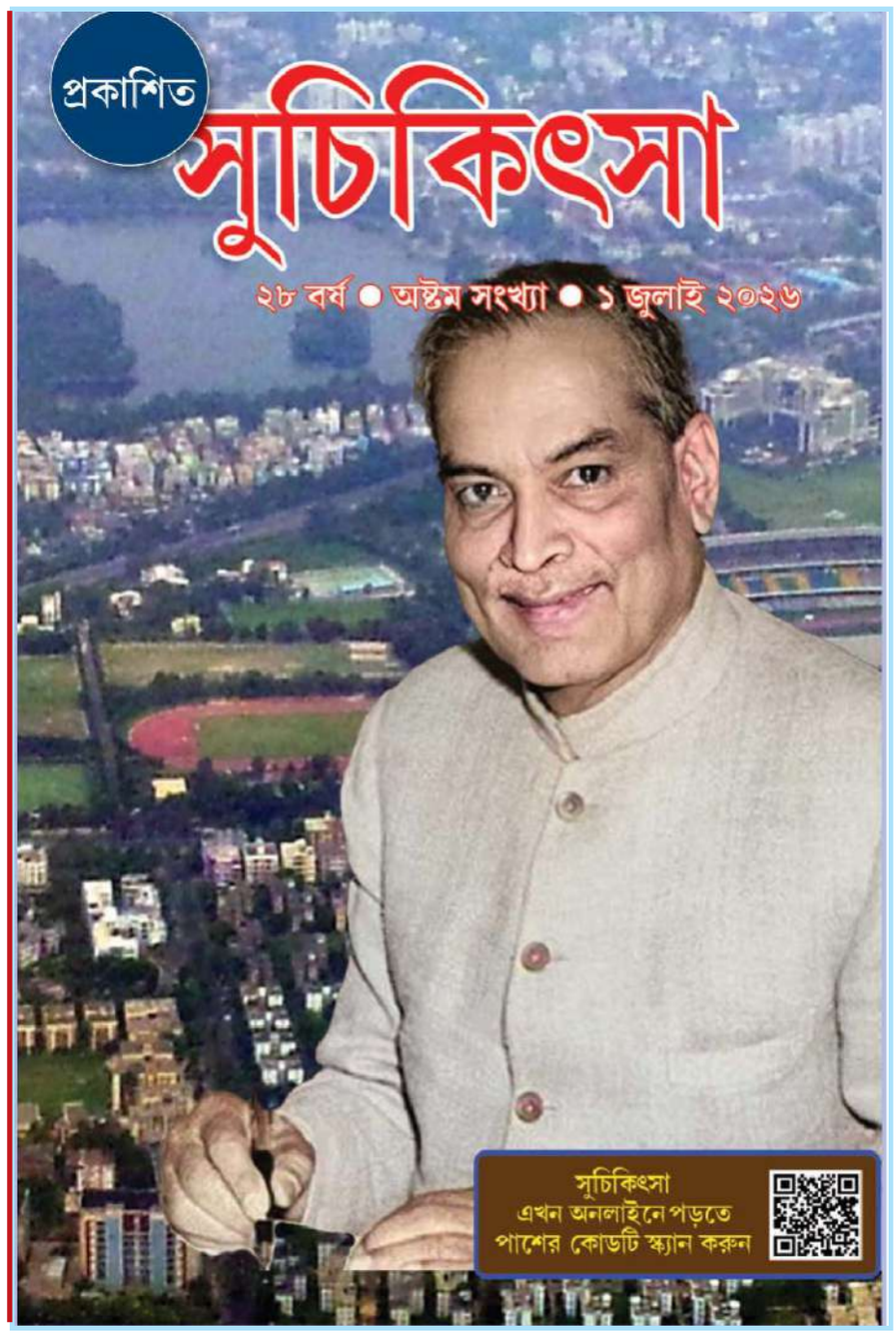

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com